মাধুরী

শ্রীদেবকুমার রায়চৌধুরী—

প্রণীত

১৩১৬

কলিকাতা,
২৫ নং রাজা নবকৃষ্ণের ষ্ট্রীট, "ভৈষজ্য-ষ্টীম-মেসিন-যন্ত্রে"
শ্রীউপেন্দ্রনাথ মণ্ডল দ্বারা মুদ্রিত।

মূল্য—॥০ আট আনা

তস্মিন্ প্রীতিস্তংপ্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব ।

উৎসর্গ

অগ্রজপ্রতিম,

কবিবর

শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

শ্রীকরসরোজেষু ।

ভূমিকা

এই কাব্যের অধিকাংশ কবিতাই 'প্রবাসী' 'ভারতী' 'সুপ্রভাত' 'মৃণ্ময়ী' 'ভারত-সুহৃৎ' 'ইন্দিরা' 'মানসী' প্রভৃতি বিবিধ মাসিকপত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। এক্ষণে সেগুলি সংগ্রহ করিয়া এই পুস্তক রচনা করিলাম।

এ পুস্তকে সন্নিবিষ্ট কবিতাগুলি ব্যতীত, বিভিন্ন মাসিক পত্রে প্রকাশিত আমার যাবতীয় "স্বদেশী" কবিতা ভবিষ্যতে পৃথক্‌ভাবে মুদ্রিত করিবার বাসনা আছে। সেগুলি এ কাব্যের অন্তর্ভুক্ত করিলে, আমার মতে—প্রথমতঃ, এ কাব্যখানির রস-ভঙ্গ হইত; এবং দ্বিতীয়তঃ, গ্রন্থখানির আকারও অত্যধিক দীর্ঘ হইয়া পড়িত। 'স্বদেশী' পাঠকবর্গ বঙ্গীয় গ্রন্থকারগণের প্রতি যেরূপ অনুগ্রহ প্রকাশ করেন তাহাতে দীর্ঘ কাব্য ছাপাইবার দুঃসাহস স্বপ্নেও লেখকগণের মনে স্থান পাইতে পারে না। প্রধানতঃ, এই দুই কারণেই ঐ সকল কবিতা একাব্য হইতে বাদ দিতে বাধ্য হইলাম।

আমার অন্যান্য কাব্যের ন্যায় ইহাতেও পাঠক একটি ধারাবাহিকতা লক্ষ্য করিবেন। সেইহেতু, এ পুস্তকখানি কতকগুলি গীতি-কবিতার সমষ্টি হইলেও, আদ্যোপান্ত না পড়িয়া, বিচ্ছিন্নভাবে ইহার দুই চারিটি কবিতা পড়িলে আমার প্রতি পাঠক অবিচার করিবেন মাত্র;—রচনার সম্যক্ রস-গ্রহণ সেভাবে সম্ভবপর কিনা, তদ্বিষয়ে আমার একটু সন্দেহ আছে।

পাঠক ও সমালোচকগণের প্রতি আমার সানুনয় অনুরোধ—তাঁহারা যেন আমার এ কাব্যখানি আদ্যন্ত পড়িয়া মন্তব্য প্রকাশ করেন। তাঁহারা যদি একটু কষ্ট স্বীকার করিয়া আমার এই সকল রচনা পড়েন তবেই আমার সাহিত্য-সেবা ও অর্থব্যয় সার্থক হইবে।

—শ্রীদেবকুমার।

সূচী

সূচী

সূচনা

ঝরিত অশ্রু নয়নে আমার
কেন, কে জানে ;
কি হেতু জানিনা—ছিল হাহাকার
আমার প্রাণে ;
হৃদয় ভরিয়া আছিল অসহ
ব্যাকুল তৃষা ;
জীবনে জাগিত পূজিবার সাধ
দিবস-নিশা ;
জানিনি, বুঝিনি—কেন হেন হায়,
বেদনা ঘোর ;
—লক্ষ্য-বিহীন শুধু ছিল এহি
জীবন মোর !

ভাবিতাম মনে হেরি' শশীপানে—
তা'রেই চাহি ;
প্রকৃতির শোভা হেরি' কভু বীণা
উঠিত গাহি' ;
কভু পঙ্কজ-মধু-আশে প্রাণ
আকুল হ'ত ;

কাঁদিতাম কভু হেরি' মধু-মুখ
মনের মত ;
উত্তাল বীচি-বিভঙ্গময়ী
তটিনী' পরে
হেরি' চন্দ্রিকা শতধা হইয়া
নাচিয়া মরে,
এ আমার মন একটি কিরণ-
কণিকা প্রায়
তখনি সে সুধা-লহরী মাঝারে
ভাসিত হায় !
—এমনি করিয়া সুন্দর এহি
সৃষ্টি মাঝে
কি চাহি না জেনে', ঘুরে' ফিরিতাম
সবারি পাছে ।
আকুল আবেগে আছিল এ মন
অবাধ-গতি ।
লক্ষ্য ছিল না ; তাই, ছিল প্রাণ
সবার প্রতি !
কিন্তু, কিন্তু, কি বলিব আর ?—
তবু তো হায়,

পাইনি কিছুই, মিলিল না তাহে-
প্রাণ যা' চায় !

অবশেষে মোর জীবনে নামিল
নিরাশা যবে,
অবসাদ যবে কহিল শ্বসিয়া
"কি আর হ'বে"—
তখনি তখনি তুমি এলে অয়ি
চেতনা মম,
নীরবে, সহসা অজানিত খনে
স্বপন সম !
বসন্ত যথা প্রকৃতি-কুঞ্জ
বিকশি' আসে—
তেমনি আমার ফুটা'য়ে জীবন
নবীন আশে,
পুলকিত করি' এ হিয়া আমার,
হে মোর প্রাণ,
আসিলে গোপনে চির-বসন্ত !
করিলে দান

শুধু সন্তোষ, শুধু আনন্দ,
শুধুই প্রীতি,
শুধুই শান্তি, শুধুই তৃপ্তি,
শুধুই গীতি !

বেদনার মাঝে জেগে'ছ বলিয়া
ওরে ও 'আমি',
তোমারেই আমি প্রেমভরে ডাকি-
'জীবন-স্বামী' !
বিরহে উদিলে সান্ত্বনা সম ;
দুখের মাঝে
সুখের মতন বিকশি' উঠিলে
মোহন সাজে !
অশ্রু মাঝারে তুমি আনন্দ !
অবনী-তলে
সকল কর্ম্মে তুমিই শক্তি !
জলে স্থলে,
গগনে, বিশ্ব-প্রকৃতি মাঝারে,
চেতনে, ঘুমে—

ব্যাপ্ত আজিকে তুমি—অয়ি সুধা !
দ্বিধার ধূমে
আর নহ তুমি অজানিত কভু
হে অযাচিত ;
আজিকে তুমিই প্রকাশিত, ওগো
অপরাজিত !
তোমারে লভিয়া ক্ষণতরে, তাই
বুঝেছি ধ্রুব—
তোমারেই আমি চাহিতাম ; আজ
হে মোর শুভ,
তাই, সুদীর্ঘ সাধন-অন্তে
তোমারে লভি',
সব সাধ মোর, সকল তৃষ্ণা
মিটে'ছে সবি !
আজি তুমি ভাষা, তুমি মোর ভাব,
তুমিই মম ;
দুঃখের মাঝে তুমিহে 'মাধুরী'—
হৃদয়-রম !

মা'র প্রতি

৫

করিলি দান আমার প্রাণ
আপন হৃদি-রুধিরে
রাখিলি মোরে বুকের' পরে
তুলিয়া !
আমি যে দীন ; সে মহা ঋণ
কেমনে মাগো, শুধি রে ?
যাইব কোথা তোমার কথা
ভুলিয়া !

নাহি গো যদি সে রূপ-জ্যোতিঃ,
কি আছে তাহে ক্ষতি মা ?—
ও হিয়া মাঝে স্নেহ তো রাজে
তেমনি !
বিগত সব তব বিভব,
অতীত তব গরিমা ;
তবু তো তুমি জনম-ভূমি
জননী !

এমন করে'   স্নেহের ভরে
বাঁচালি সুধা পিয়ায়ে
কেন মা, যদি   না পারি ক্ষতি
পূরা'তে ?
সহি' এ হেন   যাতনা, কেন
রাখিলি বুকে জীয়ায়ে ?—
যদি না পারি   ও আঁখি-বারি
মুছা'তে ?

দুখিনী-বলে'   উঠেছে জ্বলে'
আজি এ প্রাণে বেদনা ;
নয়ন ভরি'   পড়ে গো ঝরি'
ভকতি !
মিনতি করি   চরণে ধরি'—
কেঁদ না মাগো, কেঁদ না !
তব এ দুখে   জেগেছে বুকে
শকতি !

আজি মা, তোরে বেসেছি ওরে—
দ্বিগুণ ভালোবেসেছি ;
ভকতি সনে জেগেছে মনে
বেদনা !
কেটে'ছে মোর তন্দ্রা-ঘোর,
এসেছি, ছুটে' এসেছি ;
কেঁদনা আর কেঁদনা মাগো,
কেঁদনা !

চেতনা

বুঝিনি তোমারে ; তাই, এত হাহাকার !
অতৃপ্তির দাবানলে হৃদয় আমার
তাই সদা দহিয়াছে,—চিতার সমান
জ্বলিয়াছে সে আগুন না লভি' নির্ব্বাণ !
আগে যদি জানিতাম—আছে আজনম
ওবক্ষে লুকানো প্রেম সাগরের সম ;
আগে যদি ভাবিতাম—ওই আঁখি-কোণে
নিত্য ঝরে কা'র লাগি' মুকুতা নির্জ্জনে ;
আগে যদি ক্ষণতরে ওই দৃষ্টি মাঝে
পারিতাম নেহারিতে—যে করুণা রাজে
এই হতভাগ্যতরে, তা' হলে' জীবন
নিরাশায় জ্বলে' পুড়ে' হ'ত না এমন !
বুঝিতাম তাহা হ'লে—বিশ্বে যাহা নাই,
লুকানো রয়েছে তব প্রাণে মোর তাই !

কেন ভালবাসি

আমার এ অনুরাগ জন্মে নাই প্রথম দর্শনে—
অজ্ঞাত কারণে,
নহে ইহা আকস্মিক, নহে ইহা মধুর স্বপন—
স্বার্থ-বিস্মরণ ;
তোমায় যে ভালবাসি তবে কি তা' রূপের লাগিয়া ?
—তা'ও নহে প্রিয়া !
চেতনা-বিহীন মনে শুদ্ধ ইহা মহাজাগরণ,—
আত্ম-নিবেদন,
ইহা গুণ-মুগ্ধ ভক্ত-হৃদয়ের সঞ্চিত বিস্ময়-
সঞ্জাত প্রণয় !

কাছে কাছে রহি' নিত্য, যে অনন্ত নির্ভরের সনে,
অকুণ্ঠিত মনে
আমারে আপন জেনে', আপনারে দিয়ে বলিদান
বিকাইলে প্রাণ ;
যে অপূর্ব্ব স্বার্থ-ত্যাগে সতী-প্রেমে মম প্রীতি তরে,
একান্ত অন্তরে
আমারি সেবায় সদা নিজ সর্ব্ব সুখ তেয়াগিয়া,
রয়েছ মজিয়া ;

যে মহত্ত্বে কর তুমি অনুগত আশ্রিতের প্রতি
দয়া নিরবধি ;
যে সদ্‌গুণে মম গৃহে ফেরে নাই আজো কোনদিন
দুঃখী-দীনহীন ;
যে প্রগাঢ় ভক্তিভরে সাশ্রুনেত্রে পূজ' সঙ্গোপনে
রাধিকা-রমণে,—
দুর্লভ সে গুণরাজি হেরি' দেবি, তব অনুপম,
এ পরাণ মম
শ্রদ্ধায়, বিস্ময়ে মুগ্ধ হইয়াছে ক্রমে, ধীরে ধীরে !
পুলকাশ্রু-নীরে
আজি আমি বন্দী তাই তব প্রেমে, হে দেব-ললনা।
গাহি এ বন্দনা
তাইহে, তোমারি আজি আনন্দ-বিহ্বল, পূর্ণ তানে,
—পরিপূর্ণ প্রাণে !

তোমাতে যে অপ্সরার রূপ-জ্যোতি হেরিতে না পাই,
—তাহে ক্ষতি নাই ;
তোমাতে যা' আছে তাহা নিত্য,—সেই গুণরাশি লয়ে'
আছি তৃপ্ত হ'য়ে।

রূপেরে চাহিনা আমি ; রূপ নাহি রহে চিরতরে,
তাহা পড়ে ঝরে' ;
প্রস্ফুটিত সরোজের মত সে যে শুকাইয়া যায়
আঁধার সন্ধ্যায় !
যাহা নিত্য রহে, যাহা সন্তর্পণে ক্রমে দীপ্তি পায়
অম্লান প্রভায়,—
আছে সেই রত্নরাজি অমূল্য, অতুল্য, অনুপম,
—স্পর্শমণি সম—
তোমারি মাঝারে সখি। তাই, আজি লয়ে' তব নাম
আমি পূর্ণ-কাম ;
আপনারে ধন্য মানি' হইয়াছি প্রণয়-বিভোর,
অয়ি প্রিয়া মোর !

গুণে রূপ

নির্ম্মল গগন হ'তে বিধাতার আশীর্ব্বাদ সম,
প্রভাতের স্নিগ্ধ সূর্য্য-কর
ফুটন্ত মল্লিকাসম পবিত্র ও তনু' পরে আসি'
হাসিতেছে !—মরি কি সুন্দর !

কোথা ছিল এতদিন এত রূপ লুকাইয়া সখি ?
দেখিনি তো তোমারে এমন ?—
কোথা হ'তে আজি প্রাতে লভিলে এ রূপ-জ্যোতি তুমি
—ভরে' দিলে এ নয়ন-মন !

গুণে তুমি গরীয়সী,—শুষ্ক প্রাণে সঞ্চারিলে প্রেম ;
প্রেমে তুমি হইলে প্রেয়সী ;
প্রেয়সী হইয়া তুমি দেবতার শুভাশীষ লভি'
প্রেম-রাজ্যে হ'য়েছ রূপসী !

প্রেমে

তুমি 'তুমি' বলে' আমি বাসিয়াছি ভালো-
হে মোর নয়ন-মণি, আঁধারের আলো !

মিলনে বিরহ

তোমারে কি ভালবাসি ?

—তোমারেই বটে !

ভালবাসি প্রাণপণে। রহিলে নিকটে
সব জ্বালা ভুলে' যাই ! তোমারি দর্শনে
—নাহি জানি কেন, কোন্ অজ্ঞাত কারণে—
এ বিষণ্ণ মনে মোর আসে প্রসন্নতা ;
হৃদয়ের অন্তস্তলে সর্ব্ব সঙ্কীর্ণতা
সেইক্ষণে দূরে যায় ! তোমারে লভিলে
এ বিশুষ্ক হিয়া মম আনন্দ-সলিলে
পূত, পূর্ণ হ'য়ে ওঠে। তোমারেই আমি
আত্ম-বিস্মরিয়া, সত্য নিত্য দিন-যামি'
অকপটে বাসিতেছি ভালো।

কিন্তু, তবু—

নাহি জানি কেন, মোর মনে জাগে কভু
এমনো আশঙ্কা—যেন মোর প্রেমাঞ্জলি
ঢালি বটে তোমা'পরে, যায় যেন চলি'
তাহা কোন্ সুগভীর রহস্য-মাঝার
স্বপ্ন সম লীন হ'য়ে ; সে পূজা-সম্ভার
যেন তুমি নাহি পাও !

উষা-রবি-করে

হরিত নিকুঞ্জ-বনে যবে 'থরে থরে',
অপরূপ, মধু- গন্ধি ফুটে' ওঠে ফুল ;
যবে সুধা-স্বাদ-মত্ত, বিভ্রান্ত, ব্যাকুল
ভ্রমর গুঞ্জরি' ফেরে অশ্রান্ত ঝঙ্কারে
গুণ-গুণি' ; যবে এই সৌন্দর্য্য-পাথারে
পরিস্নাত প্রজাপতিগুলি কাঁপি' কাঁপি'
বেড়ায় সুখের মত ; নীলাম্বর-ব্যাপি'
বিচ্ছুরি' মাধুরী-রসে, বিহঙ্গ নিচয়
বিশ্ব চিত্ত বিমোহিয়া, সারা ধরাময়
গেয়ে ওঠে ভাষাহীন, প্রাণোন্মাদী গান ;
যবে শিহরিয়া উঠে', কাঁদাইয়া প্রাণ,
গন্ধবহ দিব্যানন্দে, মন্থর আবেশে
বহে' যায় ধীরে ধীরে ; যবে হেসে' হেসে'
সূর্য্য-করে ঝলকিয়া শরতের নদী
চলে' যায় পারাবারে ; যবে নিরবধি
প্রসন্ন, নিবিড়-শ্যাম, বিমুক্ত গগনে
শুধুই উচ্ছ্বসি' ওঠে আবেগ-প্লাবনে
অপূর্ব্ব ঝঙ্কার সহ অনন্তের প্রাণ

সৌন্দর্য্য-লহরী সম ; যবে অবসান
সকল হীনতা-গ্লানি এ আনন্দ-মাঝে—
তখন জাগিয়া উঠি', ধে'য়ে তব কাছে
ছুটে' আসি ক্ষিপ্তপ্রায়। মোর সেইক্ষণে
মনে হয়—হে সুন্দরি, ও দু'টি চরণে
যেন এ সৌন্দর্য্যরাশি পড়ি'ছে মূর্চ্ছিয়া
অতুল্য আঁধার লভি' ; যেন বিশ্ব-হিয়া
তোমা'পানে চে'য়ে আছে ; যেন তোমাকেই
করি'ছে বন্দনা শান্ত প্রেমভরে এই
নিখিল-সংসার ; যেন তুমি কেন্দ্রসম
টানি'ছ তোমারি মাঝে এই অনুপম
মাধুরী-বিন্যাসরাশি !—হে মোর মোহিনি,
হে সৌন্দর্য্য-সারভূত-নির্য্যাস-রূপিনি,
মধুময়ি, মনোময়ি, আমিও সে ক্ষণে
উদ্দাম আগ্রহভরে, সুখের বেদনে
একান্ত ব্যাকুল হ'য়ে, ও রূপ-প্রভায়
—তন্ময় প্রণয়ভরে লভিতে তোমায়—
চাহি' তব স্পর্শমাত্র কাছে ছুটে' আসি !
স্পর্শে করি অনুভব—তুমি মোহ নাশি'

তেমনি সম্মুখে মোর রহে'ছ জাগিয়া ;
তুমি আর কেহ নহ—তুমি মোর প্রিয়া,
গুণময়ী সেই মোর সামান্যা মানবী,
—সে-ই তুমি ; আমি শুদ্ধ সেই ভক্ত কবি
কল্পনা-বিভ্রান্ত, মূঢ় !

ক্ষণেক না যেতে,
এই ভ্রান্তি, অর্থহীন স্বপ্ন নিমেষেতে
কোথায় উড়িয়া যায় ! হারাইয়া ফেলি'
স্বপ্ন-স্মৃতি, পুনঃ অনিমেষ নেত্র মেলি'
চে'য়ে চে'য়ে দেখি তোমা'পানে। ধীরে হায়,
মনে হয়—ভাল আমি বেসেছি তোমায়,
আর কাহারেও নহে ; বেশি কিছু নয় !
বিহ্বলতা দূরে গিয়ে চিত্ত শান্ত হয়,
কর্ম্মে পুনঃ দেই মন।

*

* *

কর্ম্মের সাগরে
বহুদিন মগ্ন রহি', একদিন ওরে,
লভিয়া তোমারে কাছে বিরহের পরে,

একান্ত আগ্রহে, যেই ক্ষুব্ধ প্রীতিভরে
বক্ষে টে'নে লইলাম—অমনি আবার
মনে হ'ল—যেন বক্ষে নাহি তুমি আর,
বেদনা-আধার সম কি যেন আমারে
করিতেছে দিশাহীন ; যেন সে আধারে
একান্ত দুর্লভ হ'য়ে, যাঁ'রে আমি চাই
সে যেন লুকা'য়ে আছে ;—তুমি সেথা নাই !
আলিঙ্গনে বুঝি—যেন দেহ-কারাগার
রেখে'ছে সংগুপ্ত করি' সুধার ভাণ্ডার,
আমি যেন চাহি সেই অমিয়-অতলে
বিলুপ্ত, বিলীন হ'তে ভাসি' অশ্রুজলে
দুঃসহ আকাঙ্ক্ষাবশে ;—তব এই দেহ
যেন তা'র বাধা ! যেন মোর প্রীতি-স্নেহ
নহে তব তনু লাগি,—চাহিনা তোমারে ;
চাহি—অন্য কোন কিছু কিম্বা সেই তাঁ'রে
যাঁ'রে আমি নাহি চিনি ; তুমি তাঁরি যেন
শুদ্ধ এক প্রতিবিম্ব, নাহি জানি কেন
চাহিতেছ—তবু ওই দেহ-অন্তরালে
তাঁহারেই ঢাকিবারে। যে কিরণ ঢালে
ওই আঁখি তাহা যেন তোমারি হে নহে ;

যেন—যেন তোমা'মাঝে আরো কিছু রহে !
যেন তুমি—তুমি নহ। যেন তব মাঝে
কে যেন দুর্লভ হ'য়ে লুকাইয়া আছে !
চাহি আমি—সেই তাঁরে তোমারে লাঙ্ঘিয়া
চাহি—লভিবারে সেই বাঞ্ছিত অমিয়া,
তোমারেই আমি নাহি চাহি !

অনিবার

এইমত ভ্রান্তিসনে চেতনা আমার
জাগিতেছে অন্তরে—জীবনে ! প্রেমময়ি,
যবে তোমারেই মোর বক্ষে টেনে' লই
চির-সুধাময়ী জ্ঞানে, বক্ষে রুদ্ধ করি'
দেখি—তুমি ব্যবধান ; সারা বক্ষ ভরি'
জাগি'ছ বেদনাসম !

——স্বপ্ন ভেঙে' যায় !

আবার জাগিয়া উঠি উদাসের প্রায় !
স্বপ্ন-অন্তে, জাগরণে চাহিয়া আবার
তোমারেই হেরি' চক্ষে মোহিনি আমার,

সন্দেহ ঘুচিয়া যায়। ভাবি মনে মনে—
তোমারেই চাহি আমি; তোমারি বরণে
এত প্রেমাঞ্জলি রচি; আমি ভালবাসি
নিতান্তই তোরে, ওরে মোর সর্ব্বনাশি!

এ কেমন প্রেম-লীলা?—কি জানি কেমন!
ব্যবধান জাগাইয়া দেয় আলিঙ্গন!
প্রেমের সম্ভোগে জাগে প্রেমের পিপাসা,
ভালোবাসি, ভালোবাসি,—নাহি মেটে' আশা!
কিসের এ ভাব মোর? কি ভীষণ ব্যথা—
নাহি পাই কোন সীমা, কোন সার্থকতা
যা'র বিশ্ব-রঙ্গভূমে!

* *
*

কিন্তু, তবু হায়-
অহর্নিশি এ জ্বালা যে সহা নাহি যায়

আজীবন হেনভাবে !

ভ্রান্তির কুহকে

আজো পাগলের মত এসেছি এ শোকে

তোমারে দেখিতে তবু ; জানিতে নিশ্চয়

যে, আমার প্রিয়তম আর কেহ নয়,

—সে শুদ্ধ তুমিই প্রিয়ে !

কিন্তু, তবু, হায়—

বড় ব্যথা ! এ বেদনা বলা নাহি যায় ।

অতৃপ্তি

স্পর্শ ? আলিঙ্গন ?—সে তো দারুণ বিরহ !

স্পর্শমাঝে গুপ্ত রহি' মধুর, অসহ
বেদনা কাঁদিয়া কহে—মিশে' যেতে চাই
ওই ও পাথার-তলে, (যা'র কোথা' নাই
কোন সীমা) ওই তব জীবনের সনে !

বক্ষে চেপে' ধরি যবে বৃথা প্রাণপণে
তখনো এ হিয়া মোর কাঁদে ফুকারিয়া,
কহে—দাও, দাও মুক্তি ; যাই হে মিশিয়া
যে সঙ্গীত অবিরাম গুণের স্পন্দনে
ঝঙ্কারি' উঠি'ছে প্রিয়ে, তোমারি জীবনে,
তাহারি মাঝারে ! প্রাণ সেইক্ষণে কয়—
আসুক্ এ বিশ্ব-তলে এখনি প্রলয় ;
নিক্ সব ভেঙে' চুরে', ছিন্ন ভিন্ন করে' ;
সেই সনে দিক্ এই হৃদয়-পঞ্জরে
বিলুপ্ত, বিলীন করি' ওই প্রেমামৃতে ;
মরিয়া, জাগিয়া উঠি শান্তি-সমাধিতে !

মাধুরী

এ কেমন লীলা তব হে অন্তর-যামি,
কত চাই, কা'রে চাই, কিবা চাই আমি?

সম্ভোগ

হে সমুদ্র, আজি এই প্রসন্ন প্রভাতে
বহু বর্ষ পরে দেখা হ'ল তব সাথে।
অগণিত বীচিমালা তপন-কিরণে
'খল খল' শুভ্র হাস্য করে ক্ষণে ক্ষণে।
হেরি' হে তোমারে তাই, বিস্ময়-বিভোর!
রোমাঞ্চিত দেহে এবে মনে হয় মোর—
আমি বিশ্বে একা নহি; তুমি হে যেমন
অনন্ত তরঙ্গসহ সম্পূর্ণ, শোভন,
অখণ্ড বিরাট্‌রূপী,—সংসারো তেমনি
সংখ্যাতীত প্রাণ নিয়া সম্পূর্ণ আপনি!
তব দরশনে এবে ওগো পারাবার,
আঁধার অন্তরে মোর অপূর্ব্ব আশার
জাগি'ছে চেতন-জ্যোতি। আজি মোর প্রাণ
শুনিতেছে অসীমের আকুল আহ্বান;
করে হিয়া এ বিজনে একান্তে সম্ভোগ
নিজ সনে সারা বিশ্ব-নিখিলের যোগ।
হে মহান, তাই, শুয়ে তব উপকূলে,
তুচ্ছ দুঃখ-সুখ মোর সব গি'ছি ভুলে'

আলো

নিশা চাহে সহস্র নয়নে,
দিনের শুধুই এক আঁখি ;
তবু, সেই একেরি বিহনে
অন্ধকারে বিশ্ব ফেলে ঢাকি' !

শত চোখে চেয়ে দেখে মন,
একই লোচন হৃদয়ের ;
তবু, অন্ধ হ'লে সে নয়ন
নিবে' যায় জ্যোতি জীবনের !

From "Light" by F. W. Bourdillon.

সতী

সংসারে যখন শত নির্ম্মম আঘাতে
ক্লিষ্ট, সঙ্কুচিত হয় এ ক্ষুদ্র হৃদয়
তখন তুমিই শুধু রহ মোর সাথে,
বরষি' সান্ত্বনা মোরে দেওহে অভয়।
এ বিশ্ব-গগনে যবে ঘোর ঘনঘটা
উপেক্ষার হাস্যসম বিদ্যুতের ছটা
প্রকাশিয়া, হুহুঙ্কারে গরজিয়া আসে ;
যবে কাল-তরঙ্গিনী উদ্দাম উল্লাসে
এ জীর্ণ জীবন-তরী চাহে গ্রাসিবারে—
তখন তুমিই দেবি, রহ মোর ধারে ;
লহ টানি' বক্ষ-মাঝে আলিঙ্গন-পাশে
একান্ত আগ্রহে, দাও ঘুচাইয়া ত্রাসে !
এ আঁধারে আমি পান্থ, তুমি মোর জ্যোতি !
তুমি চির-সুধাময়ী অয়ি মোর সতি !

প্রেম-তত্ত্ব

প্রেম যে রহস্যে ঢাকা রহে চিরদিন,
কহিল তা' একবাক্যে সবে।
কি রহস্যে গুপ্ত সে যে, কেহ নাহি জানে ;
অজ্ঞাত প্রকৃতি তা'র ভবে।

কবি কহে—পূত-ধারা মন্দাকিনীসম
সঞ্জীবিত করি' দগ্ধ হিয়া,
অমৃতে করিয়া পূর্ণ মানব-হৃদয়,
প্রেম চলে নিভৃতে বহিয়া।
দার্শনিক কহে—ওহে নহে, তাহা নহে।
প্রেম শুধু আত্ম-বিসর্জ্জন !
অপূর্ণ-প্রকৃতি জীব পূর্ণ হইবারে
করে এই মহা আয়োজন।
ধর্ম্ম-প্রাণ মহাজন কহিলেন ধীরে—
ওগো তোরা শোন্, তবে শোন-
বিধাতার নিজ হস্তে গঠিত, মধুর,
প্রেম এক বিরাট্ বন্ধন।

শুনিয়া সকল কথা ভাবিলাম মনে—
সবাই কহি'ছে সত্য বাণী ;
তবু, সব উক্তিতেই ত্রুটি রহে যায় ;
তাই, তৃপ্ত নহে কোন প্রাণী

প্রেম বটে সদা চাহে আত্ম-বলিদান,
বটে তাহা আত্ম-বিসর্জ্জন।
কিন্তু, চাহে কেন বিশ্ববাসী—'আপনার'
করিবারে, প্রাণ-প্রিয় জন ?
'আপনার করা' কভু নহে স্বার্থত্যাগ !
তবে কি তা' প্রেম কভু নহে ?
তাহা হ'লে এ নিখিলে ষোল আনা লোক
প্রেম-শূন্য হ'য়ে নিত্য রহে !
'আপনার' মনে যদি করিতে না চাই
তাহাহ'লে নাই ভালবাসা ;
প্রেমের এ ইচ্ছাটুকু অতি স্বাভাবিক ;
যথা—দুঃখে কাঁদা, সুখে হাসা !

'সে আমার' মনে করি' তা'রি মধু-স্মৃতি
দিবানিশি ভাবি' একমনে,—
নিজের করিতে গিঁয়া, নিজ স্বার্থটুকু
জড়াইয়া ফেলি তা'রি সনে।
তখন তাহারি সুখে নিজে পাই সুখ,
তা'রি দুঃখে ভাসি অশ্রুজলে;
'আপনার' ভেবে' ভেবে' আপনারে ধীরে
সঁপে' দিই তা'রি কর-তলে।
তখন তাহারে ছাড়া অস্তিত্ব নিজের
রহে না, রহেনা ভিন্নরূপে;
তখনি পরার্থ মাঝে বুঝি—স্বার্থটুকু
অজানিতে ডুবে' গেছে চুপে!

ইহাই প্রেমের ধর্ম্ম; এই প্রেম ধীরে
হীন সঙ্কীর্ণতা ফেলে নাশি';
এই প্রেম জীবনের মরুভূমি'পরে
ফুটায় কুসুম রাশি রাশি!

কল্যাণী

আমি পরিশ্রান্ত, খিন্ন, হতাশ পথিক ;
চলেছি একাকী নাহি জানি কোন্ দিক !
কে তুমি হে সখি, সদা চলিয়াছ সাথে ?
বার বার চাহিতেছ নিতে নিজ মাথে
আমার বোঝার ভার ? কে তুমি সজনি ?
যবে নিদ্রা যাই আমি, গভীর রজনী,—
মৌন, স্তব্ধ চারিদিক্, সেই নিরালায়
দুঃস্বপ্ন নেহারি যবে ক্ষুব্ধ বেদনায়
চমকি' জাগিয়া উঠি, দেখি হে তখন
ভার-পিষ্ট শির মম তুলিয়া আপন
সুকোমল অঙ্ক'পরে তুমি আছ বসি'
তন্দ্রাহীন জাগরণে !
হে মোর মানসি,
তব মাঝে করুণার একি মনোহর
নির্ম্মল সরসী হেরি এ মরু-ভিতর !

প্রেম-স্বপ্ন

কি দেখিছ ?

——দেখিতেছি তোমারে হে প্রিয়া,

দেখিতেছি যেন ভাবনায়। যেন তুমি নহগো রূপসী,

কিম্বা নহ আমার প্রেয়সী ;

যেন তুমি শুধু সুধা—বাঞ্ছিত অমিয়া ;

পূর্ণ, মগ্ন করে' আছ আমার এ হিয়া ;

সদা স্নাত করিতেছ মোরে

লহরে লহরে !

যেন এই দেখিতেছি তোমারে প্রথম স্বপ্ন-মাঝে !

মোর মুখপানে ওই—ওই যে নয়ন চেয়ে আছে,

যেন সেই নেত্র মোর অস্তিত্বেরে করি' দীর্ণ, ধীরে

প্রবেশি' এ অন্তঃপুরে, মনেরে ডুবা'য়ে তন্দ্রা-নীরে,

ফেলিয়াছে অবসন্ন, জ্ঞান-হারা করে' ! আজি তাই,

যেন মোর জাগিবার— বুঝিবার কোন শক্তি নাই !

কে তুমি, কি তুমি কহ। তুমি তো আমার নহ কেহ !

তবে কিবা, কেবা তুমি ?

আজি তব নাহি কোন দেহ,
আজি তুমি রূপময়ী,—যে রূপের অতুলন প্রভা
ওই স্বচ্ছ হিয়া ভেদি' উঠে'ছে ফুটিয়া! একি শোভা,
—না, এ মায়া মোহময়ি? সুখভরা এ বেদনা হায়,
কহ—কহ কেন জাগে অনিবার হেরিলে তোমায়?
কেগো তুমি?—কেহ নহ; যেন তুমি নহ পৃথিবীর!
উদিয়াছ শুধু আলো দিতে,—যেমন আঁধার রজনীর
গাঢ় তম ঘুচাইয়া দিতে ওঠে শরতের শশী,
যেন তুমি সেইমত! তাই কিগো?—উঠিলে উল্লসি'
একবার মৌন হাস্যভরে তুমি, অনন্ত পাথার
তাই কি অমন কাঁপে আবেগ-তরঙ্গে অনিবার?
নহে, হায়—তাহা নহে। তুমি যে আমারি কাছে বসি'
শুধু মোরে দহিতেছ তাপহীন দাহে! রবি-শশী
তবে নহ তুমি।
কিন্তু, তবে কিবা তুমি? রহি' রহি'
এই যেগো নিরন্তর করিতেছ বিচেতন, দহি'
এই যে এমন ভাবে সুখী করি'—দিতেছ বেদনে,
এ আবার কোন্ লীলা? নহ দেবী; তবে বা কেমনে
এত মায়া করি'ছ বিস্তার? তবে, হেরিলে তোমায়,
কেঁদে' উঠি হাসিতে হাসিতে কেন হেন? এ আমায়

কেন তবে হারাইয়া ফেলি আমি তোমার মাঝারে
পলে পলে ? কেন তবে এত ব্যথা ? তবে, এ সংসারে
তুমি মোর তৃপ্তি নহ ?
তবে কিগো, মলিন মরতে
তুমি শুধু খসে'-পড়া এক বিন্দু তারা ? চিন্তা-স্রোতে
তুমি কিগো ভেসে'-আসা অপূর্ব্ব চেতনা ? তুমি তবে
শুধু কিগো স্বরগের সঙ্গীতের মূর্চ্ছনায়—ভবে
আসিয়াছ নামি' ভ্রমে সুমধুর গীতি-অংশ সম ?
তুমি কিগো শুধু এক স্বপ্ন-স্মৃতি—চির-অনুপম,
প্রীতি ও বেদনামাখা ?
তুমি কি ? ভাবিগো তাই আমি—
যেন তুমি কিসের আভাস ! যেন নিত্য দিন-যামি'
তুমি দ্বিপ্রহরে দীপ্ত, তপন-উত্তপ্ত বনানীর
ছায়া-তল প্রবাহিত, স্নিগ্ধ, মন্দ, মর্ম্মর সমীর !
যেন তুমি দীর্ঘশ্বাস শুধু ! যেন তুমি ?—কিছু নহ !
শুধু এক মূর্ত্তিমান, প্রণোন্মাদী, অতৃপ্ত বিরহ !
জাগি'ছ—ঝঙ্কার সম ; আলোকে সঙ্গীতে সুমহান ;
অপূর্ব্ব গন্ধের মত !
——কে তুমি হে নিখিলের প্রাণ ?

কি কহি'ছ ?

——একি স্বপ্ন ? কি বলে'ছি প্রিয়া ?

কহিয়াছি কিছু ?—বুঝি নহে ! শুধু মুখর, উন্মাদ মত

কহে'ছি নিরর্থ কথা যত !

ক্ষমা কর অপরাধ ! কিন্তু, কি দেখিয়া

তোমাতে, কেমন হ'ল ! বক্ষে আলিঙ্গিয়া

এস, এস—তবে ডুবে' যাই ;

—ঘুচুক্ বালাই !

অভিমানে

এত অভিমান প্রিয়ে, এত অভিমান !
সুদীর্ঘ বিরহ পরে, উদ্বেলিত প্রাণ
আজি তব দরশন লভিয়া, যেমনি
চাহিল তোমার প্রীতি-আলিঙ্গন, ধনি,
তুমি নাহি দিলে ধরা ;—গেলে দূরে সরে' ;
আমি শুধু ব্যথাহত, কুণ্ঠিত অন্তরে
হেরিলাম তোমার সে গর্ব্বের গরিমা ;—
চক্ষু ছেয়ে অশ্রু উছলিল। নাহি সীমা
নিত্য অভিনব তব বিচিত্র লীলার !
তুমি চলে' গেলে যবে তখন আমার
ব্যথিত হৃদয় খানি হস্তে চেপে' ধরি',
ধীরে আমি ফিরিলাম।

কিন্তু, মরি মরি—
মায়াবিনি, কি মোহিনী তব !—আমি যত
চলিয়া আসিতে চাহি দূরে, আশাহত
মরীচি'-বিমুগ্ধ মৃগসম তত মোর
তবু, তবু তোমা'পানে ধাইল অন্তর।
এত হেলা ; তবু, তাই এসেছে ফিরিয়া
দুর্ব্বল এ দুঃখী অসহায় ! অয়ি প্রিয়া,

আসিয়াছি পুনঃ তব কাছে,—দেখো চেয়ে !

*   *

সত্যই এ নারীজাতি পাষানীর মেয়ে !
বাষ্পাকুল, রুদ্ধ কণ্ঠে তখনো প্রেয়সী
মুখ না ফিরা'য়ে, মোরে করিলেন দোষী
-"সংবাদ দেওনি" বলে' ; এতদিন পরে
আসিলাম গৃহে ফিরি' ; তবু, সে আদরে
নাহি দিল আলিঙ্গন, না কহিল হায়,
কোন কথা নিজ হ'তে ; শত সাধনায়
শুধু বারেকের তরে মুখ না ফিরা'য়ে
কহিল সে দুটো কথা—"কেন গো আমায়
সংবাদ দেওনি এতদিন ?" যেন তাঁ'র
দর্পের—স্পর্দ্ধার কোন সীমা নাহি আর ;—
আমি যেন বাঁধা ভৃত্য ! ভাবিলাম মনে—
একি ঘোর বিড়ম্বনা কবির জীবনে !
বেদনা বাজিল মনে সে কথা শুনিয়া !
মুখ ফিরিল না হেরি' আমারো এ হিয়া

উথলিল অভিমানে

কহিলাম তাঁ'রে—

'থাক্ প্রিয়ে, কাজ নাই ; আর বারে বারে
আলিঙ্গিতে তোমা' নাহি চাহিব কখনো,
বৃথা হেন সাধিব না আর! কহি শোন—
অযথা এ অভিমান তব অকারণে!
লিপি লিখি নাই সত্য ; কিন্তু, মনে মনে
তোমারি নিকটে আমি করিয়াছি বাস
এতদিন ; প্রাণপণে আমি বারো মাস
তোমারেই বাসি ভালো ; তাই, আর নাহি
তোমারে লইতে বক্ষে অধীরতা। বাহি
একান্ত নিশ্চিন্তে এ জীবন মনোময়ি ;
তাই, আর পূর্ব্বমত আমি নাই হই
তোমা' লাগি বিহ্বল এখন ;—নাহি আর
'হারাই হারাই' বলে' আশঙ্কা আমার!
এতদিনে বুঝিয়াছি—প্রকৃতই প্রেমে
এ পৃথ্বী-নরক হ'তে আসিয়াছি নেমে',

অমৃতেরি পারাবারে এতদিন পরে
যেন আমি পশিয়াছি আকুল অন্তরে !
আপনারে বিস্মরিয়া বাসিয়াছি ভালো,
বুঝিয়াছি তা'ই এতদিনে !
আজি ঢালো—
ঢালো দেবি, যত পার অভিমান-বারি
নয়নের ; আমি জানি যে, তুমি আমারি।
পার যদি—ভালোবেসোনাক ; আমি জানি
তুমি তবু আর কারো নহ। শোন বাণী—
প্রেম নাহি চাহে প্রতিদান ; সে কেবল
আপনাতে সম্পূর্ণ আপনি। অবিরল
অশ্রুপাত প্রণয়ের নহেগো প্রকৃতি ;
প্রণয় সে ধীর, শান্তরূপী।
তব প্রীতি
আজি হ'তে যদি আর সঞ্জীবিত মোরে
নাহি করে ;—তবু, আমি তোমারি ভিতরে
রহিব রহিব ডুবে' ! বিশ্ব-চরাচরে
যে বারেক প্রণয়ের অন্তহীন করে
নিজেরে দিয়েছে ধরা, সে কি কভু পারে

উপলক্ষ্য-স্মৃতিটিরে কভু ভুলিবারে ?
অহরহ প্রচ্ছন্ন যে সঙ্গীত-লহরী
নিখিলের রন্ধ্রে রন্ধ্রে রহিয়াছে ভরি'
অবিরাম—সে অপূর্ব্ব, সুমহান গান
যে বারেক শুনিয়াছে ; পেয়েছে সন্ধান
প্রেমের মাধুরীরাশি যেই জন—সে কি
পারে কভু আধারে ভুলিতে ?
আমি দেখি
তাই আজি—'ঝলমল' তটিনী-প্রবাহে
তব দীপ্ত চিক্কণতা ; তাই, লভি তাহে
তোমারি সরস সঙ্গ সখিরে আমার !
যবে ক্ষেত্রে স্বর্ণ-বর্ণ শস্যের ভাণ্ডার
মন্দ বায়ু সহ ধীরে হিল্লোলিত হয়
তখন মনেতে মোর জাগে—মধুময়
তোমার সে রূপরাশি ; উঠি'ছে এমন
যেন তব সুধাভরা হৃদয়-স্পন্দন
তোমারি মৃদুল শ্বাসে ! নির্ম্মল আকাশে
উজ্জ্বল আঁধার-পটে যবে ধীরে ভাসে
অগণ্য নক্ষত্রপুঞ্জ, হয় মোর মনে—
যেন অয়ি দেবি, তব পুণ্যেরি কিরণে

উঠি'ছে প্রদীপ্ত হ'য়ে তব অশ্রুচয়
সুস্নিগ্ধ, অপূর্ব্ব- দ্যুতি ! পুনঃ, ধরাময়
ভানুর রক্তিম বিন্দু জ্বালিয়া কপালে,
উষা যবে বিহগের কণ্ঠে সুধা ঢালে
জাগা'তে কোরক-সুপ্ত কুসুমের রাশি
অমৃত-ঝঙ্কারে, মোর মনে হয়—হাসি'
হাসি' যেন সুবিমল উষারি স্বরূপে,
জ্বলন্ত সিন্দুর-ফোঁটা পরি', চুপে চুপে
আসিয়া আমার কাছে তুমি একেবারে
সহসা ঝঙ্কারি' উঠি' ডাকি'ছ আমারে
—"ওঠ, ওঠ, ঘুমায়ো না আর" ! সেইক্ষণে
সত্যই চমকি' আমি জাগি অন্যমনে ;
দেখি—তুমি হাসিতেছ চরাচরে প্রিয়া,
অসীম লাবণ্যময়ী, আমারে মোহিয়া
প্রীতিভরে !

এইমত আমি তোমাতেই
হারা'য়ে ফেলেছি মোরে ! আজি কিছুতেই
তোমারে ভুলিতে আমি পারি না গো আর !
আজি তুমি শুধু নহ প্রেয়সী আমার ;

——আজি তুমি বিশ্বময়ী, আমার চেতনা,
আমার আমিত্ব টুকু, আমার কল্পনা!

আত্মহারা আজি আমি! শুধু ভালবেসে'
পেয়েছি তোমারে এক অজানিত দেশে!
সেথা তুমি 'আমি'-মাঝে হ'য়ে গেছ লীন
সেথা আর আমি নহি কলঙ্ক-মলিন,
এই তুচ্ছ স্বামী তব; সেখানে সদাই
আনন্দ জাগিয়া আছে, আর কিছু নাই!

*

* *

কি কহি তা বুঝিলে কি? সাধিয়া প্রণয়
চাহি না তোমার আর,—নাহি মোর ভয়।
আজি আমি যাহা চাই তাহারি সন্ধান
লভিয়াছি, তা'রি মাঝে এ অনিত্য প্রাণ
নিত্য ডুবে' অতলেতে যেতেছে তলায়ে!
আজি আমি প্রেম-তৃপ্ত। চাহিনা এ ছার
তোমার চুম্বন কিম্বা আলিঙ্গনো আর।

আজি তুমি প্রেমার্থিনী, আমি গো প্রেমিক ;
আজি আমি গৃহবাসী, তুমি গো পথিক ।'

প্রেম

প্রেম—এক ব্যর্থ অন্বেষণ !
সেই প্রেমে পূর্ণ এ সংসার।
প্রাণে প্রাণে উঠি'ছে ক্রন্দন——
'কোথা তুমি হে আমি আমার' !

কলঙ্কিনী

এত রূপ! হা রমণি, এই কিরে শেষ পরিণাম?
সবারে পুড়ায়ে তাহে মিটিল কি তোর মনস্কাম?
খুলিয়া রূপের ফাঁদ, অসহায়, ভ্রান্ত পথিকেরে
ফেলিয়া সে ফাঁদে নারি, সুখ তার লইতেছ কেড়ে'।
ইথে কি বাসনা তব—বল্ অয়ি প্রতিমা মায়ার,
মিটিতেছে পূর্ণভাবে? ইহাতে কি হৃদয়ে তোমার
গভীর দুঃখের ছায়া, বুক-যোড়া অনুতাপ-ব্যথা
জাগিয়া উঠি'ছে নারে? পরাণে কি কোন কাতরতা
আসি'ছে না?

তবে কেন আঁখি-কোণে নারি,
সরোজে শিশির সম কাঁপিতেছে 'ঢল-ঢল' বারি?
কেন তবে মুখে সেই সারল্যের মাধুরী-বিমল
খুঁজিয়া পাই না আজ? কোথা সেই স্থির, অচঞ্চল,
শান্ত, সৌম্য, জ্যোতির্ম্ময়, অমলিন, স্নিগ্ধ কান্তি তব?
—হায়রে অবুঝ, নিজে সাধ করে' হারাইলি সব!
করিস্‌নে প্রতারণা, সত্য কথা শুধাই তোমায়—
কিসে সুখী তুই নারি? শান্তি-প্রীতি তোর সে কোথায়?
চারিদিকে রূপ-বহ্নি জ্বেলেছিস্ চিতার সমান,—
মাঝে রয়েছিস্ বসে' তাপ-দগ্ধ, বিশুষ্ক পরাণ!

আগুন উঠি'ছে জ্বলি', পতঙ্গ পুড়িয়া মরে শত ;—
একি খেলা জ্বালাময়ি ? একি লীলা তোর অবিরত ?
'ধূ ধূ' বহ্নি উৰ্দ্ধ-শিখা জ্বেলে' কিরে সুখ আছে তোর ?
বল্ কুহকিনি, ইথে পূরিছে কি ও শূন্য অন্তর ?

নাই, নাই ! কিছু নাই ! শান্তি নাই !—শুধু হাহাকার !
পলে পলে জ্বলিতেছে আপনার রূপের মাঝার ;
একে একে রূপরাশি পুড়ে' পুড়ে' হইতেছে ছাই ;—
তা'রি মাঝে আছে বসে' মায়াবিনী। শান্তি তা'র নাই !

পথের ও পঙ্কপূর্ণ, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আবর্ত্ত মাঝারে
খুঁজিস্ প্রণয় তুই ? রে অভাগি, সে অমৃত-ধারে
অমন করিয়া কভু খুঁজিতে হয়না পথে পথে ;
উচ্ছ্বসিত হ'য়ে তাহা ঝরে' পড়ে অনাবিল স্রোতে ;-
তাহা সেই প্রেমনিধি, মধুময় দেবতা-চরণে
জন্ম লভি', কল-স্বরে নেমে' আসে মানব-জীবনে !
নেমে' আসে গাহি' দিব্য, সুমধুর, অপূর্ব্ব সঙ্গীত ;
কানে পশে সে রাগিনী, সবে শোনে হইয়া স্তম্ভিত !

আসে নামি' প্রেম-উৎস, সঙ্গে আনে স্নিগ্ধ সঞ্জীবতা,
ভাসাইয়া ধুয়ে' ফেলে জীবনের সর্ব্ব মলিনতা।
সেই প্রেম সুধা-উৎস! প্রেম নহে পণ্য-দ্রব্য ; সখি,
কিনিতে হয়না তা'রে বিশ্ব-হাটে সযত্নে নিরখি'।
তুমি তা'রে হারায়েছ, হারায়েছ তা'র অধিকার!
হায়রে ললনা, তোর দুঃখে প্রাণ কাঁদি'ছে আমার!
এমন মধুর তুই,—যেনরে ফুটন্ত যূঁইফুল,
এমন নয়ন দু'টি—যেন দুটি ভ্রমর ব্যাকুল,
-এতই সুন্দরী তুই ; হা ভগিনি, এই তোর দশা!
আজি তুই বিশ্ব-ঘৃণ্য, আজি তুই ভূজঙ্গী, বিবশা!
অহো, কি করিলি তুই! হায়, হায়—কি হইবে তোর!
এমনি কি যন্ত্রণায় চিরদিন বহিবি বিভোর?

কোথা সেই গৃহ তব—পরিপূর্ণ আত্মীয়-স্বজন?
কোথা সেই বাল্যকাল? কোথা সেই খেলাঘর বোন্?
কোথা আজ তোর সেই নিদ্রাগত পুতুল স্নেহের?
কোথা সেই পুষি-মেনি—ছিল তব বড় আদরের?

কোথা সেই মাতৃক্রোড় ? যেথা গেলে তব দুঃখ-ভয়
পলাইত তোরে ছাড়ি—কোথা সেই নিভৃত আশ্রয় ?
কোথা পিতা তব—যিনি দিনান্তের শ্রান্তি পাশরিয়া,
লইতেন তোরে ডাকি' বক্ষ-মাঝে সযত্নে টানিয়া ?
কোথায়, কোথায় সেই মধুময় প্রিয়-পরিবার ?
আজি সে সবারে ছাড়ি' কি সুখেরি জীবন তোমার !
মনে পড়ে সেই দিন ?—যেদিন তোমারে অশ্রুজলে
পিতা তব হস্তখানি সঁপিয়া অন্যের কর-তলে,
ধূপ-গন্ধ-আমোদিত, মুখর, সে ধূসর সন্ধ্যায়
মঙ্গল-আশীষবাণী বর্ষিলেন তোমার মাথায় ?
কল্যানী জননী যবে ধরিয়া তোমারে বক্ষ-মাঝে,
অশ্রু-রুদ্ধ কণ্ঠস্বরে কহিলেন—'বাছা, লক্ষ কাজে
মগ্ন হ'য়ে এসংসারে ভুলিস্‌নে মাতার আদেশ—
অজ্ঞাত ভবিষ্য-গর্ভে আজি বৎসে, করিলি প্রবেশ !
সংসারের সর্ব্বকর্ম্মে, পদে পদে ছায়ার মতন,
পতি-ইচ্ছাধীনা হ'য়ে তাঁ'রি পায়ে সাঁপিও জীবন।
স্বামীর সুখের লাগি' হৃদয় পাতিয়া দিও বালা ;
পতিরে করিলে সুখী নারী-জন্মে ঘোচে সব জ্বালা।
শাঁখা হাতে দিয়ে মাগো, এ সিন্দুর সিঁথিতে রাখিস্‌ !
আর কি কহিব বাছা ? নে'রে তোর মাতার আশীষ !'

শুনি' এ বিদায়-বাণী কাঁদিলি রে সরল উচ্ছ্বাসে।
মা'র বাক্যে মন-মাঝে পে'লি বল নবীন বিশ্বাসে!
এলি ছাড়ি' বাল্য-গৃহ;—ফুরাইল জীবনের উষা!
চলে' এলি নবীন সংসারে পরিয়া সুদিব্য, চারু ভূষা

বিচিত্র সংসার-কার্য্যে কিছুদিন রহিলি মগন,
স্বামীর সোহাগে—সুখে কিছুকাল যাপিলি জীবন।
সহসা, কুহকে ভুলি' নিমেষেতে ঘটালি প্রমাদ!
—পলকের ভ্রান্তিসহ ভেসে' গেল মাতৃ-আশীর্ব্বাদ!
স্বামি-গৃহ ছেড়ে' এলি! গৃহিণীর রত্ন-সিংহাসন
পদাঘাতে চূর্ণ করি', চলে' এলি প্রমাদে আপন।
ভুলে' গেলি ভবিষ্যৎ; রূপ-গর্ব্বে, অন্ধ মত্ততায়
সহস্রের মাঝে এলি ক্ষিপ্ত হ'য়ে, দলি' মর্য্যাদায়।

আজি তুই পরিত্যাক্ত! আজি তোর নাই—শান্তি নাই!
এ বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে তোর নাহি আর দাঁড়াবার ঠাঁই!
সম্মুখে সুস্বচ্ছ বারি; কণ্ঠ তোর দহি'ছে তৃষায়;—
বারিবিন্দু পানে তোর নাহি আর অধিকার হায়!

সহস্রের লালসায়, নিজসুখে দিয়ে জলাঞ্জলি,
যোগাও ইন্ধন সদা—আত্ম-পরে শত মতে ছলি'।
কি ভীষণ প্রবঞ্চনা! কি দুর্ব্বহ এ তোর জীবন!
সহস্রে বিক্ষিপ্ত হ'য়ে পলে পলে লভি'ছ মরণ!
শোক-দুঃখ-অনুতাপ হৃদয়-মাঝারে গুপ্ত করি',
অজানারে ভুলাইতে ছলনায় আছ প্রাণ ধরি'।
মিথ্যা-ভাণ ভালবাসা, তৃপ্তিহীন আত্ম-প্রতারণা
—এই শুধু লক্ষ্য তব। হায়, হায়—কি তোর যাতনা!
অসহায়া, অনাদৃতা, বৃন্তচ্যুতা রে মল্লিকা ফুল,
এ দশা হেরিয়া তোর দুঃখে আমি হ'য়েছি আকুল!

চে'য়ে দেখ্ একবার——ঐ সব সোণার সংসার
হাসি'ছে নির্ম্মল প্রেমে, পুষ্প-অর্ঘ্য বিশ্ব-দেবতার!
পাত্রে পাত্রে সুসজ্জিত, সুগন্ধি কুসুমরাশি সম
কি মাধুরী বিকশিত প্রতি গৃহে—শুদ্ধ, নিরুপম!
ওই হাসি তোমাদেরি শুচি-স্পর্শে উঠে'ছে ফুটিয়া;
কল্যাণ-প্রদীপখানি তোমরাই রেখে'ছ জ্বালিয়া;

তোমাদেরি প্রেমে ভাসে বিশ্ববাসী আনন্দ-লহরে ;
তোমাদেরি প্রেমে নারি, শৃঙ্খলা বিরাজে ঘরে ঘরে।
-সেই সে শান্তির মর্ম্ম, বিশ্বের মঙ্গল-কেন্দ্র-স্থল
রমণী যদি না রহে, যদি তা'রা হয়রে চঞ্চল
তাহাহ'লে মুহূর্ত্তেকে এ ব্রহ্মাণ্ড চূর্ণ হ'য়ে যায় ;
জড়-জীব লুপ্ত হয় প্রলয়ের অন্ধ তমসায়।
কলঙ্কিনি, রে ভগিনি, ওরে মোর হারাণো রতন,
কি সুখে বঞ্চিতা তুই !—রসাতলে হ'লি নিমগন !
কি মোহে ভুলিয়া হায়, বিশ্ব ছাড়ি' হইলি প্রবাসী !
ফিরিবারো পথ নাহি, হায় রে—অভাগি, সর্ব্বনাশি !

কি আর কহিব তোরে ? আমি কবি গাহি দুঃখ-গান !
কথা নাহি সরে আর ; বেদনায় কেঁদে ওঠে প্রাণ !
আয়রে দুঃখিনি আয়, আয় এক সাথে নিরালায়,
আয় মোরা কাঁদি শুধু, আঁখি-জলে ভাসি দু'জনায় !
অনুতাপে, বিধাতার বরে তোর নিশা পোহাইয়া যাক্ ;
বিধাতা করুন তোরে কৃপা ! ডাক্‌রে অভাগি, তাঁ'রে ডাক্ !

———

বিধবা

সে কোথায় গেল চলি'—তোমায় কিছু না বলি',-
অজানিত দেশে।
ক্ষণেক বিলাপ করি', তারপরে, শান্তভাবে
এলাইয়া কেশে ;
তাঁ'র সনে উপহৃত তাঁ'রি রত্ন-আভরণ
ত্যজি' অযতনে ;
বারেক অনন্ত, নীল, ঊর্দ্ধপানে আঁখি তুলি',
অতৃপ্ত নয়নে
কি যেন হেরিয়া ; শেষে, ধীর পদে গৃহে এসে,
আত্ম-সম্বরিয়া,
সর্ব্ব আশা, সর্ব্ব ইচ্ছা, সর্ব্ব মান-অভিমান
একান্তে ত্যজিয়া ;
অনন্ত ধৈর্য্যের ভরে, আত্মহারা হয়ে, তুমি
পরার্থ-চিন্তায়
জীবন সঁপিয়া দে'ছ আপনারে ব্যাপ্ত করি'
অনন্তের গায় !
শতরূপে, চারিদিকে—ঘৃণিত সংসার-মাঝে
বৃথা, অকারণে,

তীক্ষ্ণ, তীব্র অপমান, অজস্র উপেক্ষারাশি
অশ্রান্ত বর্ষণে
তোমা'পরে ঝরে নিত্য ; তবু, তুমি দয়াময়ী
কিছু নাহি গণি',
অন্তহীন ক্ষমাভরে তুচ্ছ করি' সে সকলি,
——হে মোর জননি,
করুণা করিয়া সবে অসীম স্নেহেতে শুধু
সেবিতেছ সুখে ;
এত যে দুঃসহ, ঘোর অবিচার ; তবু, মাগো,
কথা নাহি মুখে !

আপনারে বিস্মরিয়া,—রাখি' কোন্ অন্তরালে,—
পর-হিত তরে
মৌন কর্ম্মে রত সদা। পালি'ছ নিষ্কাম ধর্ম্ম
অনন্য অন্তরে !
ওরে চির-উপেক্ষিত, অনাদৃত পারিজাত,
কল্যাণী প্রতিমা,
কলুষ-তিমিরাবৃত এ সংসার দীপ্ত করি',
স্বর্গীয় মহিমা

বিচ্ছুরিছ বিশ্বে তুমি মহান্ চরিত্রে তব
——স্নিগ্ধ, মধুময় !
আজি তাই, ভক্তিভরে চরণে লুটা'য়ে মাগো,
গাহি তব জয়।
অতুল-সুন্দর, এহি চির-স্থির রূপরাশি
——বাহিরে ভিতরে ;
হেন সৌম্য, হেন শান্ত, এহেন আদর্শ নাহি
বিশ্ব-চরাচরে !
প্রলোভন হ'তে দূরে—বিজনে, অরণ্য-কোণে
যোগী কি বৈরাগী
সংযমিতে আত্ম-মন, যে সাধন-সিদ্ধি লাগি'
নিত্য রহে জাগি' ;
——তুমি এ সংসারে রহি', শত বাসনার মাঝে
সদা বিচরিয়া,
অচ্যুত ধৈর্য্যের বলে, অসীম সংযমভরে
আত্ম-সম্বরিয়া,
সেই মহাসাধনায় মহীয়সী দেবী সম
সিদ্ধিলাভ করি',
পাপার্ত্ত এ লোকালয়ে পবিত্র আদর্শরূপে
আছ দেহ ধরি' !

মাধুরী

ওগো পুণ্যময়ী দেবি, অয়ি মূর্ত্তিমতী প্রীতি,
দীপ্তি মনোহরা,
প্রণমি ও পদাম্বুজে—যাহার মঙ্গল-স্পর্শে
শুচিস্মিতা ধরা !

শ্মশান-স্মৃতি

এই সেই পুণ্য তীর্থ!
আজো পড়ে মনে
সেদিনের কথা—যবে এ মহা শ্মশানে
শত সতী পুণ্যবতী আপন জীবনে
তুচ্ছ করি', আত্ম-হারা পতি-পদ-ধ্যানে,
হাসিয়া হাসিয়া ভালে লেপিয়া সিন্দুর,
পরি' দিব্য রক্তাম্বর, একান্ত নির্ভরে,
উদ্ভিন্ন প্রসূন সম যৌবন মধুর—
প্রজ্জ্বলিত, ঊর্দ্ধশিখা চিতার উপরে
অনায়াসে ফেলিত নিক্ষেপি'!
সেইদিন
আজো জ্বলে স্মৃতি-পটে! সে স্মৃতি মলিন
হইবার নহে কভু। সর্ব্ব তীর্থ-সার,
এ পবিত্র ক্ষেত্রে আসি' আজি বারম্বার
ভক্তি-বাষ্পে ভাসে আঁখি; সম্ভ্রমে অপার
সে স্মৃতির পদে প্রাণ করে নমস্কার।

যাদু

একদিন বসে' আছি
মুক্ত গগনের কোলে
—অসীমের কাছাকাছি,—
প্রেমামৃত পা'ব বলে'।
হেন কালে তুই এলি
'বাবা আমি' বলে' যেই—
দেখিনু নয়ন মেলি'
যেন সেথা তুই নেই!
উঠিলি ঝাঁপা'য়ে বুকে,
'ও বাবা আমার বলে',
হেরি' সে স্বর্গীয় মুখে
সর্ব্ব ব্যথা গেল চলে'!
তোরে পে'য়ে, শুধু তোর
মুখে রহিলাম চাহি';—
এ সংসারে যেন মোর
আর কোন লক্ষ্য নাহি!

তুই যেন পুত্ররূপে
আমার আনন্দ ওরে ;
দিস্ তাই, চুপে চুপে
আমারে বিহ্বল করে' ।
তোরে কোলে নিয়ে আজ
রোমাঞ্চ হ'তেছে মোর ;
ডুবি'ছে ও রূপ-মাঝ
যেন বিশ্ব-চরাচর !

তোরে হেরি' আজি ওরে,
চক্ষে মোর আসে জল ;
কি যাদু করিলি মোরে ?—
বল বৎস, মোরে বল !

কন্যার প্রতি

ধে'য়ে নেচে' নেচে' আয় ওরে দুলালী আমার !
হাসি-হাসি মুখখানি তোর
হেরিলে নয়ন আমি ফিরা'তে না পারি আর ;
তোরে পেলে হইরে বিভোর !
আয়রে মাণিক মোর, বুকে করে' রাখি তোরে ;
গণ্ডে দেই শত চুমা' আয় ;
দিব আয় রাঙা ফুলে রাঙা দু'টি মুঠো ভরে' ;
আল্‌তা পরা'য়ে দিব পায়।
আয়রে উজ্জ্বল, শুভ্র, অম্লান শিশির-কণা,
আয়রে বুকের ধন, বুকে !
করি আধ'-কথা শুনে' তোর সনে আলাপনা,
ডুবে' রহি তোর প্রেমে সুখে।

সংসার-অরণ্যে হিংস্র জীব করে বিচরণ,—
চারিদিকে ওঠে হাহাকার ;
তা'রি মাঝে তোর তরে গড়িয়াছি বাছা-ধন,
স্নেহ দিয়ে ক্ষুদ্র কারাগার।

-সেথা তোর নাহি ভয় ; সেথা আমি তোরে লয়ে'
নিরালায় ছেলে খেলা করি ;
সেই মধু-সঙ্গে মাগো, ঘৃণিত জগতে র'য়ে
আনন্দে বিহ্বল হ'য়ে পড়ি।
তোর কাছে রহি যবে, বাল্যকাল পড়ে মনে ;
মনে পড়ে—প্রীতির জীবন !
সংসারের হিংসা-দ্বেষ ভুলে' গিয়ে সেইক্ষণে
লভি প্রাণে স্বর্গের কিরণ !

অয়ি ত্রিদিবের দূত, কেন এলি এজগতে ?
——এ যে বড় নির্ম্মম প্রবাস !
এখানে বল্‌রে, তোরে হিংস্র আক্রমণ হ'তে
কেমনে রক্ষিব বারো মাস ?
কখন্ না জানি যাব ডুবিয়া কালের স্রোতে
এ জীর্ণ জীবন-তরী বে'য়ে ;
আমি চিরদিন হায়, রহিব না তোরে পাশে ;
তুইও র'বিনে মুখ চে'য়ে !
তখন—তখন মাগো পুণ্যময়ি, কে তোমারে

রাখিবে ঢাকিয়া বুক দিয়ে ?
যদি মা, যাতনা পে'য়ে ভাসিস্ নয়ন-জলে,
সান্ত্বনা লভিবি কোথা গিয়ে ?
বৃথা সে ভাবনা মোর ! আছে রে, আশ্রয় আছে ;
সে আশ্রয়ে হ'বে তোর ঠাঁই !
চিরদিন সত্য-পথে চলিস্ সংসার-মাঝে,—
দূরে যা'বে সকল বালাই ।
তোর জনকেরো যিনি পিতা ও বিধাতা, তাঁর
চরণে রাখিস্ স্থির মতি ;
তাঁহারি শরণ নিস্—সংসারের ব্যথা-ভার
বড় তীব্র মনে হয় যদি ।

দূর হোক্ মিছে চিন্তা ! আয়রে নয়ন-মণি,
আয় মোরা খেলাঘর পাতি ;
পুতুলে পাড়ায়ে ঘুম, আয় পুঁতি গণি' গণি'
পুতুলের 'বিছে হার' গাঁথি !
'বিছে হার' ভাল হ'লে, মোরে কিন্তু দিতে হ'বে
দুই গালে সলোল চুম্বন !

সংগ্রামে বিক্ষত আমি ; তুই চুমা' দিস্ যবে,
আসে প্রাণে নব-সঞ্জীবন !

শীত ঋতুর প্রতি

১

এসেছ ? এসহে মুক্তি লহ লহ প্রাণ !
চূর্ণ কর প্রকৃতির দৃপ্ত অভিমান
দুর্ব্বিষহ। পত্র-পুষ্প-ফলের সম্ভার
পূর্ণ করেছিল তা'র রূপের ভাণ্ডার
শতরূপে। শুধু তাই, অন্ধ অহঙ্কারে
মুগ্ধ হ'য়ে, মত্ততায় এ বিশ্ব-সংসারে
এতকাল উপেক্ষিয়া অঁপরের ব্যথা
আপনারে প্রচারিত করিত সর্ব্বথা
নির্দ্দয় উল্লাসভরে।

আজি সব শেষ !
কদম্ব-চম্পক আর পলাশের বেশ
-চন্দ্র-তারা-রবি-দীপ্ত চন্দ্রাতপ-তলে,
পীক-কণ্ঠে স্পন্দমান পবন-হিল্লোলে,
যূথী-বেলা-আমোদিত এই রঙ্গালয়ে—
ঝরিয়া পড়িবে তব স্পর্শে শুষ্ক হ'য়ে
মুহূর্ত্তেকে স্বপ্নসম !

তব আগমনে
হের—থর-থর কাঁপে মলিন আননে
গরবিণী ত্রাসভরে ! কি লাগিয়া ভয় ?—

কে ওরে বুঝা'য়ে দেবে তুমি মৃত্যু নয় ?
তুমি শুধু পুরাতন অসারতাগুলি
বিশ্ব হ'য়ে উপাড়িয়া ফেলিতেছ তুলি'
নবীনে করিতে প্রতিষ্ঠিত ;—জীর্ণ পুরাতনে
উদ্দীপ্ত করিয়া দিতে নব সঞ্জীবনে,
তব এই মহা আয়োজন। প্রাণ নিয়া
তুমি তা'রে কর না সংহার ; সাজাইয়া
নবীন ভূষায়, প্রক্ষালিয়া পঙ্কিলতা,
বল সঞ্চারিয়া তাহে, সৃষ্টির বারতা
ললাটে অঙ্কিত করি', শুভাশীষ সম
তুমি তা'রে কর দান উজ্জ্বল জনম
সৌন্দর্যে মণ্ডিত করি' ! তবে কেন ভয় ?
তোমাতে বিরাজে মুক্তি,—সমাপ্তি তা' নয় !

এস এস মেলি' তব শুভ্র পক্ষ দু'টি !
পড়ুক্ প্রকৃতি ওই পক্ষতলে লুটি'
মায়া-আকর্ষণে তব নিদ্রার আবেশে।
ক্ষণপরে, পুনঃ, ধীরে উঠুক্ সে হেসে'—
শুচি-স্নাত, সদ্যোজাত মায়া-কন্যাসম ;
ফুটুক্ তাহার মুখে শান্তি নিরুপম !

২

প্রকৃতির সনে তুমি আরো লহ টানি'
এই পূতি-গন্ধময় বিশ্ব-রাজধানী—
যেথা জীব-জন্তু সবে নরকের মাঝে,
বীভৎস চীৎকারে, ঘোর পৈশাচিক কাজে
নিত্য মগ্ন হ'য়ে আছে। লহ ইহাদেরে
তব হিম-স্পর্শ-স্নিগ্ধ আলিঙ্গন-ফেরে।
হের—এ সংসারে সদা ধর্ম্ম পদানত
হইতেছে পদে পদে ; অধর্ম্ম সতত
ভৈরব প্রতাপে হেথা রাজত্ব বিস্তার
করিতেছে চারিদিকে ; পুণ্য-সাধুতার
বুঝি স্থান নাহি হেথা। এবে, এ সংসারে
কপটতা বিনে জীব তিষ্ঠিতে না পারে
মুহূর্ত্তেক ; এবে, হেথা হের—ঘরে ঘরে
পিতা-পুত্র কেহ কা'রে বিশ্বাস না করে
প্রাণ ভরি' ; যেন লোকে শুধু স্বার্থ লাগি'
শঠতা করিয়া হয় সমদুঃখ-ভাগী
অপরের ; ছলনা ও মিথ্যা-ব্যবহার
গৃহে ও বাহিরে সদা স্বীয় অধিকার
ব্যাপিতেছে ধীরে ধীরে ; প্রাণ ঢেলে' যদি'

কেহ কারো করে উপকার, নিরবধি
অভাগা সে উপকৃত-নিকটে নিয়ত
লাঞ্ছিত হইতে থাকে ঘৃণ্য কীটমত
পথে, ঘাটে, লোকালয়ে। বিনয়, সম্মান,
কৃতজ্ঞতা—হেথা হ'তে করে'ছে প্রয়াণ
চিরতরে। এবে, শুধু তীব্র হিংসা-টানে
ডুবিল—ডুবিল বিশ্ব রসাতল পানে!
কোথায় "ধর্ম্মের জয়"? গেল—গেল সব!
নরক-প্রেতের ওঠে ভীম কলরব
অভ্র ভেদি' অবিরত। কেন, আর কেন?
সহিতে পারিনা আর প্রহসন হেন
অমিশ্র কলুষপূর্ণ;—একি রঙ্গ-খেলা?
এ নাটকে যবনিকা ফেল এই বেলা
হে প্রবল শীত-ঋতু! কুজ্ঝটিকা-জালে
টেনে' দাও সংসারের উন্মুক্ত কপালে
লজ্জা-বাস সম; লহ তারে বক্ষে টানি',
—বুলাও সর্ব্বাঙ্গে তা'র তব হিমপাণি
জুড়াইয়া সব জ্বালা। এ বিশ্ব-সংসার
প্রমত্ত হ'য়েছে পিয়ে তীব্র মদিরার
প্রতপ্ত কাঞ্চন-বারি। সহবাসে তা'রে

মত্ততা ঘুচা'য়ে, ধীরে শ্রান্তির মাঝারে
তব স্পর্শ-সুখ দানে নিদ্রা দান কর ;—
ভ্রান্তির এ মোহ তা'র ধীরে অপহর' !
দি'ও পুনঃ নিদ্রা-অন্তে তা'রে নব বল ,
ক'রো পুনঃ এ সৃষ্টিরে আনন্দ-উজ্জ্বল !

স্বপ্ন ও সত্য

স্তন্যপায়ী শিশু সুখে হাসে—'মা মা' বলে' ;
চুমি'ছে সে মুখ মাতা ভাসি' অশ্রু-জলে।
দার্শনিক হেরি' তাহে কহে—'এ যে ভুল !'
মুগ্ধ কবি কাঁদি' কহে—'অতুল, অতুল' !

সখ্য

১

'আপন' যবে না রহে কেহ,
আঁধারি' আসে ধরণী,
এলায়ে আসে অবস দেহ,
কাঁপিয়া ওঠে ধমনী,
দুঃখ যবে ঘনা'য়ে আসে,
অশ্রু ঝরে নয়নে,
নিরাশা যবে ভ্রূকুটি' হাসে,
কাঁদিয়া যাচি মরণে—
তখন তুমি নীরবে, ধীরে,
স্বার্থ-সুখ ভুলিয়া,
সংবেদন-অশ্রু-নীরে
লহগো বুকে তুলিয়া !
দেহ গো মুছি' লোচন-লোর ;
অমিয়-মাখা বচনে
শকতিহীন শরীরে মোর
আনহ নব জীবনে ;
পরশে তব পরাণে নব
জাগিয়া ওঠে চেতনা,

হাসিয়া ওঠে আঁধার ভব,
ঘুচেগো সব বেদনা ;
শ্রবণে আশা ওঠেগো গাহি'
সঞ্জীবন—কি সুরে !
দেখিহে চাহি'—জগতে নাহি
হিংসা-শোক কিছু রে !
তখন পুনঃ গরবে দলি'
শতেক কাঁটা চরণে,
কর্ম্ম-পথে যাইগো চলি'
দৃপ্ত করি-গমনে !

এমন দিন আসিবে কবে—
বিশ্ব যবে তোমারে
দেবতা সম বরিয়া ল'বে
করিবে সদা পূজা রে !
কাঁদিবে সবে পরের দুখে,
কেহ না র'বে 'পর' গো,

মলিন এহি মরত-বুকে

রাজিবে মহাস্বর্গ !

সেথায় শুধু শান্তিভরা

প্রেমের সুধা-পাথারে

ভাসিবে এহি তপ্ত-ধরা ,

ঘুচিবে শোক-জ্বালারে !

অযুত বীচি বহে গো যথা

চন্দ্রে ল'য়ে বক্ষে,——

রাখিয়া তাঁ'রে হৃদয়ে, সদা

আমরা শত লক্ষে

যাইব বহি' অসীম, ধীর,

বিরাট সেহি সাগরে ;

লক্ষ প্রাণে জাগিবে থির,

মহান অনুরাগ রে !

ওগো বিধাতা, এমন দিন

আসিবে পুনঃ কবে গো—

ভুলিবে সবে সকল হীন

স্বার্থ এহি ভবে গো !

সখ্য

২

সকল বন্ধনে—
সর্ব্ব প্রেমে এ ভুবনে
রহে স্বার্থ-গন্ধ। চিরদিন
শুদ্ধ তুমি শুভ্র, অমলিন!

তৃষিতের আবাহন

শুষ্ক কণ্ঠে পিপাসায় হ'য়ে উর্দ্ধমুখ
চেয়ে আছে বিশ্ব-প্রাণ একান্ত উৎসুখ
আকাশের পানে! কোথা, কোথা বারি-ধারা?
আজি ধরা কাঁপিতেছে সুখ-শান্তি-হারা
অসহ্য উত্তাপে।
ওই সুস্বচ্ছ অম্বরে
বাস্পাকারে বারিপুঞ্জ আছে থরে থরে'
অদৃশ্য সাগর সম। তাহে, এ তিয়াস
মেটে না, মেটে না কভু! প্রতপ্ত নিশ্বাস
কণ্ঠাগত-প্রাণ এই ক্ষিতি-বক্ষ হ'তে
উঠি'ছে প্রবল বেগে; সমীরণ-স্রোতে
কাঁপি'ছে প্রকৃতি আজি প্রলয়ের কোলে!—
কোথায় জীবন-ধারা?
গগনের তলে
এস, এস 'কৃষ্ণ'-মেঘ, ধীর গরজনে;
-স্নিগ্ধ কর এ জগতী সফল বর্ষণে!

ঘুম-ঘোর

সংখ্যাতীত তনয়ের জননী-আমার,
বুক ফেটে' যায় মাগো, নেহারি তোমার
হেন দশা ! ছিলে রাজ-রাজেন্দ্রানী দেবী ;
কৃতার্থ মানিত বিশ্ব শ্রীচরণ সেবি' !
আজি সেই তুমি দেবি, ভিখারিণী-প্রায়
শুষ্ক মুখে, রুক্ষ কেশে লুটি'ছ ধূলায় ;
কেহ নাহি লহে খোঁজ ! অযুত সন্তান
পুষ্ট হইতেছে স্তন্য-সুধা করি' পান ;
তবু, নাহি চেনে তোরে ! শত নির্য্যাতনে
গুমরি' কাঁদি'ছ মাগো, প্রতি ক্ষণে ক্ষণে ;
তথাপি—তথাপি মাগো, তব পুত্র সবে
ঘুমা'য়ে কাটায় কাল এ জাগ্রত ভবে !

সঞ্জীবন

ক্ষান্ত হও ভ্রান্ত পান্থদল ; অন্ধ মোহ এবে পরিহরি',
নয়ন উন্মীলি' চে'য়ে দেখ—আত্ম-মদে, আপনা বিস্মরি',
কোথা হ'তে, কোন্ পথে, কতদূরে এসেছ চলিয়া ;
ভীষণ আঁধার এবে চতুর্দ্দিকে আসে আচ্ছাদিয়া !
সম্মুখে হুঙ্কারি' হের—আস্ফালিয়া আসে পারাবার
প্রমত্ত উল্লাসভরে, লক্ষ বাহু করিয়া বিস্তার,——
গ্রাসিবারে তোমাদেরে ! শান্ত হও ক্ষণেক এখন।
দিশাহারা হ'য়ে আর অতলে হয়োনা নিমগন।

দাঁড়াও। আত্মস্থ হ'য়ে ভেবে' দেখ—কোন্ লক্ষ্য ধরি'
চলিয়াছ এই দিকে। অদূরে যে উল্লম্ফন করি'
বারম্বার তোমাদেরে আলিঙ্গিতে চাহিছে জলধি,
প্রবেশিতে তারি গর্ভে তীব্র ইচ্ছা জেগে' থাকে যদি
—যাও তবে, অনায়াসে হেনভাবে হও অগ্রসর ;
অস্তিত্বে বিলুপ্ত করি' পৃথ্বী হ'তে লুকাও সত্বর।

আর যদি বাঁচিবারে—যদি চাহো রক্ষিতে জীবন,
ক্ষান্ত হও তবে মূর্খ ; মুক্ত কর মুদ্রিত নয়ন !
জেনে লও আপনারে—কর মনে অতীত গৌরব ;

বুঝে দেখ—কি কুহকে বিদলিয়া অনন্ত বৈভব,
কি মোহে নরক-গর্ভে ডুবিবারে চলেছ ধাইয়া!
ভেবে দেখ আজি—হায়, কোথা হ'তে এসেছ নামিয়া!

বড় ঊর্দ্ধে ছিল সেই মহোজ্জল প্রেম-সিংহাসন;
যেথা হ'তে ধ্যান-লব্ধ, অগ্নি-গর্ভ বেদান্ত-বচন
প্রস্থত হইত নিত্য—ভূমা-তৃপ্ত ঋষি-কণ্ঠ হ'তে,
সঞ্জীবিত করি' এই অজ্ঞ, অন্ধ, পঙ্কিল জগতে!
এ সংসার সেইক্ষণে নির্ণিমেষ রহিত চাহিয়া
একান্ত বিস্ময়ভরে, বহুনিম্নে নিঃশ্বাস রোধিয়া,
-শ্রদ্ধায়, বিনয়ে মুগ্ধ, অনুতপ্ত আপন অজ্ঞানে,—
সেই জ্যোতির্ম্ময়, শান্ত, নির্ব্বিকার পুরুষের পানে!
বিশ্বের বিস্ময়-কেন্দ্র, মরতের সে আদর্শ প্রাণ
তোমাদেরি মাঝে ওরে, অংশে অংশে আজো বিদ্যমান!
সে পুণ্য রুধির বহি' বক্ষ-মাঝে, আজো অচেতন,
ভ্রান্তিমদে ক্ষিপ্ত বেগে কোথা অহো, ধাইছ এমন!

সুপ্ত শক্তি না জাগায়ে, না জানিয়ে নিজ পরিচয়
কোথা যাও? ফিরে' চল। আছে ওরে, আছে রে সময়!

চল পুনঃ সেই স্মৃতি পূর্ণ করি' অন্তর-কন্দরে ;
আপনা' সম্বরি' চল মহত্ত্বের সে উচ্চ শিখরে ;
ঐক্যমন্ত্রে লভ দীক্ষা, হও সবে আত্ম-সমাহিত ;
চল, ফিরে' চল পুনঃ মহালক্ষ্য করিতে সাধিত !
প্রাণপণে স্মরি' তাঁ'রে কহ সবে—"জয় বিশ্ব-প্রভু" !
জেনো স্থির—তাঁ'র প্রেমে বিফল না র'বে বাঞ্ছা কভু, !

আহ্বান

স্বহস্তে রচিয়া যত্নে দাসত্বের জাল
বিজড়িত, বিলাঞ্ছিত হ'য়ে, এতকাল
ছিলাম বিমুগ্ধ, অন্ধ, ঊর্ণনাভপ্রায়——
অক্ষম, দুর্ব্বল, অতি ঘৃণ্য, অসহায়!
তাই, আজি প্রেমভরে অগতির গতি
রাজ-রাজেশ্বর আসি', স্বহস্তে তাঁহার
আমাদেরে দিয়াছেন অবাধ মুকতি
ছিন্ন করি' দুঃখ-জাল! বহিছে এবার
তপ্ত চিত্তে শান্তি-ধারা ; এসেছে নূতন
জীবনে আবার পুনঃ নব জাগরণ
স্নিগ্ধ আশা-জ্যোতির্ম্ময়! আজি নাচে প্রাণ
শুনিয়া বিশ্বের কণ্ঠে মহান্ আহ্বান
আত্ম-নির্ভরের! আর নাহি ওরে ভয়!
ধাও, ধাও কর্ম্মক্ষেত্রে ; গাহ তাঁ'র জয়।

সমুদ্রের উদ্দেশে

সীমাহীন ওগো পারাবার,
বহু বর্ষ পরে আজি হ'ল যদি দেখা,
শোন তবে একবার—শুধু একবার——
পদ-প্রান্তে দাঁড়াইয়া ত্রস্ত ভক্ত একা,
ক্ষীণ-বিকম্পিত কণ্ঠে করে দীন যেই নিবেদন,
হে অনন্ত, হে ভয়াল, হে সুন্দর, করহ শ্রবণ!

হেরিতেছি—উদ্দাম উল্লাস,
সেই দৃপ্ত আস্ফালন তব নিরবধি।
আজো অনাহত গর্ব্বে তুমি বারোমাস
প্রমত্ত তরঙ্গ-ভঙ্গে বহি'ছ জলধি!
কালের প্রভাব বলে আজো তুমি হও নাই নত;
সৃষ্টির আদিম ক্ষণে যাহা ছিলে, আজো সেইমত!

কিন্তু, হায়, হে দেব মহান,
দ্বাদশ বরষ পূর্ব্বে আমারে যখন
প্রথম দেখিয়াছিলে—লঘু, স্বচ্ছ-প্রাণ,
ওই ক্ষুদ্র, হাস্যোজ্জ্বল লহরী মতন—
তব এই উপকূলে, কোথা মোর অহো সেই দিন ?
আজি আমি অবসন্ন, সুখহারা, কলঙ্ক-মলিন !

সংসারের মোরা তুচ্ছ প্রাণী
পদে পদে নিয়তির নির্ম্মম পেষণে
দলিত, বিধ্বস্ত হ'য়ে, পরাজয় মানি',
তিলে তিলে লভিতেছি সঙ্কীর্ণ মরণে !
আর তুমি ?—হাহাকারে নিরন্তর মত্তবেগে ধাও,
দুর্দ্দম উৎসাহে ক্ষুব্ধ ; কি করিবে ভাবিয়া না পাও !

কি করিবে পার না বুঝিতে ?
স্বার্থের সংঘর্ষে নিত্য যবে বসুন্ধরা
আপনার পাপ-ভার না পারে বহিতে
—হ'য়েছে বিদ্বেষ-হিংসা-প্রবঞ্চনাভরা,—
পার নাকি তাহে এবে গ্রাসিবারে অম্বুরাশি দিয়া
পার নাকি একেবারে এ যাতনা দিতে জুড়াইয়া ?

আছাড়িয়া পড়ি'ছ নিয়ত
ধরিত্রীর প্রান্তে তবে কেন বারম্বার ?
রোগ-শোক-দুঃখ তা'র হেরি' অবিরত
অনুকম্পা জেগে'ছে কি অন্তরে তোমার ?
তাই যদি, হে বারিধি, এ জ্বালার কর অবসান ;
——তোমার শীতল অঙ্কে এ মহীরে দেহ তবে স্থান !

কিম্বা তুমি প্রচণ্ড আগ্রহে
দুরন্ত প্রণয়বশে প্রেমিক প্রধান,
হেরি' বেদনার বিষে বিশ্ব সদা দহে,
কহি'ছ কলঙ্কী জীবে করিয়া আহ্বান—
'সঙ্কীর্ণতা পরিহরি', অসীমের লইতে সম্বাদ
আয় মোর পদ-প্রান্তে! নিয়ে যা'রে মোর আশীর্ব্বাদ'

ব্যথাতুর, এ বিরস হিয়া
তাই হে পাথার, আজি তোমারি চরণে
এনেছি বহিয়া আমি; দেহ জুড়াইয়া
জীবনের সর্ব্ব জ্বালা তরঙ্গ-প্লাবনে!
অন্ধ আমি; তোমাতেই হেরিতেছি মহিমার আলো;
ক্ষুদ্র আমি; তবু, তোমা' হে অনন্ত, বাসিয়াছি ভালো!

জ্যোৎস্নায়

রোমাঞ্চ হ'তেছে মোর হেরি' আজি এ শান্ত মাধুরী !
——যেন এক স্বপ্ন-বিশ্ব জুড়ি'
বিচ্ছুরিত—সুধাপ্লুত, সুনির্ম্মল, তরল আহ্লাদ !
যেন শুধু এক সুধা-স্বাদ
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ভরা ! যেন এক বিবৃত কল্পনা
অতীত জন্মের ! উন্মাদনা
যেন আজি মূর্ত্তিমান—স্বচ্ছ, এহি অপূর্ব্ব স্বরূপে !
যেন চাহি' অজ্ঞাত মধূপে
চরাচরে ফুটি' আছে একটি বিরাট্, শতদল——
সুখ-স্বপ্নে রচিত, উজ্জ্বল !
যেন আজি আমি নাই ! মনে হয়—যেন কি ঝঙ্কার
উঠি'ছে এ অঙ্গে অনিবার
পরাণ-প্রমত্ত-করা ! যেন আজি কোন-কিছু হায়,
জানা কিম্বা বুঝা নাহি যায় !
যেন হেরিতেছি—ব্যাপ্ত, সুদুঃসহ সুখ-বেদনার
দীপ্ত এক মৌন হাহাকার !

প্রকৃতির বিরহ

মরি, মরি—
মধুময়ী প্রকৃতি-সুন্দরী।
রজত চন্দ্রিকারাশি সর্ব্বাঙ্গে পড়ে'ছে আসি';
মাধুর্য্য-পাথারে যেন রয়েছে ডুবিয়া!
'ঝিরি ঝিরি' মৃদু বায় শ্বাস সম বহি' যায়,
শিহরিছে ক্ষণে ক্ষণে যোগ-মগ্ন হিয়া!
নিস্তব্ধ বাসন্তী নিশি, নিদ্রা-মগ্ন দশ দিশি।
কা'র তরে জেগে' আছে লাবণ্যের রাণী
এবে, এই নিরজনে?—কিছু নাহি জানি।

আমিও ছিলাম অচেতন!
সহসা কোকিল কেন করিল ঝঙ্কার হেন?
কেন সে গো ডাকিল এমন?
চমকি' জাগিয়া উঠি' বাহিরে এলাম ছুটি'!
হেরিলাম—স্বপ্নের সাগরে
একাকিনী এ কল্যাণী, ত্রিলোক-বাঞ্ছিতা রাণী,
জেগে' আছে যেন কা'র তরে!

তা'র ক্ষুণ্ণ' হৃদি হ'তে মলয়-মারুত-স্রোতে
মুহুর্ম্মুহু পড়ি'ছে নিঃশ্বাস !
চিন্তাভরে, অযতনে অঙ্গ হ'তে ক্ষণে ক্ষণে
খসিয়া পড়ি'ছে লজ্জা-বাস।
আবরণ পড়ে খসি' ! কা'র হেন ধ্যানে বসি'
অসময়ে দীর্ঘশ্বাসে বালা ?
মরি, মরি—কি বিরহ ! কি সাধনা, কি আগ্রহ !
কি দুঃসহ এ অন্তর-জ্বালা !

শ্রান্তি নাহি, শান্তি নাহি যা'র——
সে বিরহ অনন্ত, অপার !
প্রকৃতির মাঝে, তাই, হেরি—আজ বেদনাই
ফুটিয়া উঠি'ছে চারিধার ;
কোকিল করুণ তানে ব্যথিত, উদ্ভ্রান্ত প্রাণে
কহে—নাহি সীমা বেদনার ;
'উহু' বলে' তাই পাখী ডাকে এবে থাকি' থাকি' ;
'উ-উ' আর সহা নাহি যায় !
সমীর নিঃশ্বসি' কহে— বহিতে না শক্তি রহে ;

কোথা তুমি—কোথায়, কোথায় ?

নারিকেল-নিম্ব-শাখা —পরিস্নাত, জ্যোৎস্নামাখা,-

শিহরি' উঠি'ছে ক্ষণে ক্ষণে ;

বেদনার অশ্রুজলে তটিনী কল্লোলি' চলে

তাই, হেন বিরহ-প্লাবনে ;

ঝাউ-বৃক্ষ শ্বসি' কহে— সন্তাপে অন্তর দহে ;

তাই আমি হ'য়েছি উদাসী ;

তাই, যেন কা'র তরে মুক্ত গগনের' পরে

লঘু, শুভ্র, খণ্ড মেঘরাশি

কিসের সন্ধান করি', সর্ব্ব শ্রান্তি পরিহরি'

ফিরিতেছে বিরহ-বিভোর ;

পাপিয়াও কহে—হায়, সে বিহনে প্রাণ যায়,

কেঁদে' কেঁদে' 'চোক্ গেল' মোর !

কেন, কেন ? কা'র তরে এ যাতনা চরাচরে ?

কা'রে চাহে বিশ্ব নিরন্তর ?

এ সবের যিনি প্রাণ- প্রকৃতি, তিনিও চা'ন

—কা'রে লভি' পূরা'তে অন্তর ?

এ বিশ্ব-প্রকৃতি আজি এ হেন সুন্দরী সাজি'

কি বিরহে হয়েছে এমন ?
—নাহি জানি, নাহি বুঝি ;   তবু, তবু আমি খুঁজি
তা'রি মাঝে রহস্য-কারণ !

প্রকৃতি নিয়ত রহে আবরণ-অন্তরালে ;
তাই, তা'রে দেখিয়াও চিনি নাই এতকালে !
আজ যেই এ নিশীথে   ক্লান্ত, নির্দ্রালস চিতে
বাহিরিয়া হেরিলাম—প্রকৃতি-মূরতি,
অমনি চমকি' মোর   ভেঙে' গেল ঘুম-ঘোর ;
বুঝিলাম—সেও হায়, অসহায়া অতি ;
দেখিলাম—বেদনায়   তা'রো বুক ফেটে' যায় ;
সে-ও চাহে—পূরিবারে অভাব আপন !
আজি শান্ত নিরজনে   নিদ্রা ত্যজি', সঙ্গোপনে
জানিয়া লইল কবি প্রকৃতির মন।

নিখিল-প্রকৃতি-রাণী বিরহিণী অতি !
চারিদিকে শুধু ব্যথা, পরিপূর্ণ ক্ষতি !
কি যেন সদাই চাহে, তবু নাহি পায় !
বিশ্বভরা অনিবার শুধু 'হায় হায়' !

আশ্রয়

সাগরে ভাসা'য়ে তরী ভাবিতেছি মনে——
একটি অভাবো নাহি পূরিল জীবনে,
বৃথা বিশ্বে আসিলাম ! কে আছে আমার ?
এ সংসারে নাহি প্রাণ। তবে, হাহাকার
কেন আর করে' মরি ! কে বোঝে বেদনা ?
জলরাশি কহে হাসি'—"কেহ না, কেহ না" !

আকাশে বিস্তারি' মন ভাবিনু নিশ্বাসি'—
কেন মিছে এ ধরায় শুধু যাই আসি ?
কোথা হ'তে আসি, পুনঃ কোথা যাই চলে' ?
নিমেষের তরে কেন ভাসি অশ্রুজলে ?
কেমনে নিবারি অশ্রু ? কে দিবে সান্ত্বনা ?
তারারাশি কহে হাসি'—"কেহ না, কেহ না"

এ নিখিল-বিশ্বে নাথ, কি আছে আমার ?
কিছু নহে তোমা' বিনে ওগো সারাৎসার !

প্রার্থনা

বহুদিন পরে প্রভু, আসিলাম আজি তব কাছে!
কিম্বা, হায়, একি কহি!—তুমি বিনা ঠাঁই আর আছে
কোথায় এ সংসারে, জনক? চিরদিন চিন্তা করি
যত ভাবে,—সেকি দেব, তোমারি স্মরণ নহে? স্মরি
যবে তনয়-দুহিতা কিম্বা আপন কল্যাণ তবে
কিগো, তোমারি কর্ত্তব্য নাহি করি সম্পাদন? ভবে
কোন কাজ আছে প্রভু, যাহা নহে তোমার নির্দ্দেশ?
আমি কে জীবন-নাথ?—নহি কিগো তোমারি দীনেশ?
আমি কি অমৃত-পুত্র নহি? যবে সতীর শ্রীমুখে
হেরি' আমি অপরূপ অপার্থিব দ্যুতি, লহি বুকে
টানিয়া তাহারে—তবে করি নাকি তোমারেই পূজা
প্রীতি-ফুল্ল, বিকশিত অন্তর-পলাশে? দশভুজা-
রূপে যবে মৃণ্ময় এ শক্তি-মূর্ত্তি হেরি', ভক্তি ভরে
নত করি শির মম—তখনো কি তোমারি চরণ'পরে
নাহি করি প্রণিপাত? বিশ্বরাজ, তবে একি কহি?
তোমারি এ দীন চিরদিন; আমি অহর্ণিশি রহি
তোমাতেই অবগাহি'।

হে মহেশ, হে আমার মায়া,
হে প্রভু, হে দেব, প্রিয়, প্রাণেশ্বর, সখা, পুত্র-জায়া,
হে আমার মন-প্রাণ, চিন্তা, শক্তি, সর্ব্ব দুঃখ-সুখ,
জীবনের হে আনন্দ,—আজি বড় শূন্য মম বুক !
পূর্ণকর সাধ মম ; শান্ত কর এ অন্তর-দাহ ;
পুরাও এ অভাবের অপূর্ণতা এ জীবনে ! চাহো—
বারেক আমার পানে ; হের মোর আয়োজন ;
ডুবাও পাথার-তলে ; কর— কর সুধা-নিমগন !
এসেছি আজিকে তাই, শূন্য হৃদি পূর্ণ করিবারে
প্রেমের প্লাবনে—যথা মরু-তাপ তব বারি-ধারে
স্নিগ্ধ, ধৌত, বিপ্লাবিত করে 'ওগো ইচ্ছা-শক্তিময় !
এসেছি আজিকে তাই, এ অনন্ত অভাব বিলয়
করিবারে ; আসিয়াছি লভিবারে অমৃতের স্বাদ
বহুক্ষণ পরে ! হে দেবতা, দূর করি' অবসাদ
কর্ম্ম-ক্লান্ত জীবনের,—শক্তি সঞ্চারিতে হে কল্যাণ,
এস এ অস্তিত্ব ছে'য়ে। কর ওহে শিব, ব্যবধান
অন্তরের এ অভাব মোর—পরশন-আলিঙ্গনে
তব। কর দূর—ওগো অন্তর্য্যামি, এই আবর্জ্জনে
তব এ মন্দির হ'তে ;—মুক্ত করি' আমার জীবনে
ক্ষণতরে, এসো সেই শুচি-স্নাত তব সিংহাসনে !

একবার—কর রাজ্যেশ্বর, অধিষ্ঠান ! এসো ! এসো !
মুহূর্ত্ত লাগিয়া ওগো বিশ্ব-শক্তি, আমাতে নিবেশো
চেতনার সর্ব্ব দ্বার দিয়া !—যেন নিশ্বাসে প্রশ্বাসে
তোমারেই করি অনুভব ; চক্ষে যেন মোর আসে
প্রেম-স্বপ্নাবেশসম এ বিশ্ব-প্রকৃতি অপরূপ,
মোহন স্বরূপে সাজি' ! মোরে বিকাশিয়া হে মধুপ,
তব যোগ্য সরোজের সম, এস—এস মোর মাঝে
শুধু নিমেষের লাগি !

দেখো নাথ, আর কেবা আছে
মোর ? প্রকৃতই দেখো—প্রিয়তম, হে জীবন-স্বামি,
কতদুঃখে, কত জ্বালা সহে' হেথা রহিয়াছি আমি
অসীম আশায় তব ! হেরো, দেখো—এ অন্তরদাহ !
জ্বলে' গেল, পুড়ে' গেল প্রভু ! বল—এ গুপ্ত বিরহ
হেন ভাবে সদা আর সহা কিগো যায় ? অবিরাম
এত সাজা কেন দাও ? জীবন-বল্লভ, প্রাণারাম,
কই,—কই কোথা তুমি ? একবার—একবার আসি'
দেহ—দেহ জ্বালায়ে এ ক্ষীণ স্মৃতি ! শুধু, হাসি' হাসি'
একবার আজি দেব, শুধু একবার, মোর পানে

—সকল আঁধার অপসারি', দীর্ঘ নিশা-অবসানে
বরষার সূর্য্য যথা চেয়ে দেখে প্রকৃতির প্রতি
সুধামাখা, সকরুণ চোখে—চাহো, চাহো বিশ্ব-জ্যোতি!
শুনিছ কি এ ক্রন্দন? বিশ্বপতি, এ ধারা-প্রবাহ
ক্রমেই যে আসে শীর্ণ, ম্লান, শুষ্ক হ'য়ে;—চাহো, চাহো!
নাথ, দেখ এ দুর্দ্দশা মোর—মরিতেছি! দেবে না কি
তবুও প্লাবন হেথা?

যবে কুঞ্জে গেয়ে ওঠে পাখী;
ফোটে ফুল, বহে বায়ু; গরজে জলদ-পারাবার;
যবে বর্ষে বারি মেঘ 'ঝরঝরে',—করিয়া বিস্তার
তীব্র ক্ষণপ্রভা-দ্যুতি; যবে হিল্লোলিত শস্যরাশি
নব প্রণয়িনীসম স্বভাবের বুকে—হাসি' হাসি'
রভসে লুটায়ে পড়ে মনোহর সাজে; যবে কল-গান
গাহি', শরতের নদী আপনার শ্যাম-স্বচ্ছ-প্রাণ
পূর্ণ করি' বিরঞ্জিত গগনের বিচিত্র প্রভায়, যায় বহি'
সাগর-সঙ্গমে——তবে মনে মোর ওঠে রহি' রহি'
দারুণ বেদনা সুমধুর! যে সবারে মনোময়,
—যতই সে সবে করি অনুভব আমি, এ হৃদয়

ততই যেনগো কেঁদে ওঠে ; কি অভাবে ক্ষিপ্ত হয়
যেন চিত্ত মম। মুহুর্মুহু উঠি' শিহরিয়া, আমি
সেইক্ষণে যেন কোন্ রহস্য-পাথারে যাই নামি'
পুলকিত ব্যথার মতন! কা'র তরে এ ব্যথায়
কেঁপে' কেঁপে', কেঁদে কেঁদে মরি হেন, জান ? প্রভু, হায়—
সে শুদ্ধ তোমারি লাগি !

একে একে সকল সম্ভোগ
সংসারের ভুঞ্জিয়া তো দেখিলাম ! বুঝেছি এ রোগ,
হে মোর ওষধি, তুমি বিনে সারিবার নহে কভু !
বহুবারি জানিয়াছি—চাহি তোমারেই ; কিন্তু, তবু,
এমনি বিভ্রান্তি কিম্বা এমনি গো মায়া-লীলা তব,
তবু এ বিশ্বেরি মাঝে খুঁজিয়াছি পরম বৈভব !
বিশ্ব-মুগ্ধ, লুব্ধ প্রায় যেই পড়িয়াছি ঝম্ফ দিয়া
অমনি এ নেশা-ঘোর কাটিয়া গিয়াছে ! প্রাণ-প্রিয়া
প্রেয়সী আমার সাধ্বী ; তা'রে ভালবাসিয়া যে ক্ষণে
করিয়াছি প্রেমভরে বক্ষে আলিঙ্গন, মোর মনে
অমনি জেগেছে চিন্তা, এ প্রচণ্ড অতৃপ্তির জ্বালা—

যেন আরো কা'রে চাই, যেন কণ্ঠে দিব্যরত্নমালা-
ভ্রমে, পরেছি এ গুঞ্জা-হার। যেন প্রিয়ের মাঝারে
চাহি—চাহি প্রিয়তম, আরো কিছু, আরো যেন কা'রে ;
চাহি না শুধুই তা'রে দেব !

এইমত বিশ্বে এই
পার্থিব সৌন্দর্য্যে, প্রেমে, সম্ভোগে চরম শান্তি নেই,—
ঠেকিয়া শিখে'ছি আজি ; তাই, ক্ষণতরে প্রাণাধিক,
ভ্রান্তি-জাল দূরে গেছে এ জীবন হ'তে। আজি ঠিক
জেনেছি হে প্রাণনাথ, তুমি ছাড়া আর কিছুতেই
তৃপ্তি নাহি অভাবের ; সবি ব্যর্থ ;—চাহি তোমারেই !
হেনভাবে, অহরহ এ সংসারে সর্ব্ব কর্ম্মে মোর
জাগে অনিবার্য্য অবসাদ ; সর্ব্ব দৃশ্যে এ অন্তর
করে ঘোর আর্ত্তনাদ ; যেন এ জীবনে কি অসহ
জাগিছে বেদনা নিত্য,—নিদারুণ, অসীম বিরহ !

হে আমার অন্তর্য্যামি, সকলি তো জানো ! তবে কেন
দিতেছ এ জ্বালা মোরে ? তুষানলে কেন তবে হেন
দহিতেছে নিরন্তর ? এস—এস হৃদয়ের ধন,
এসহে সর্ব্বস্ব মোর, হে অন্ধের অস্ফুট নয়ন,

মাধুরী

হে মোর চেতনা, শান্তি, ওগো মোর মরণের প্রাণ,
হে মোর অমৃত, ওগো আনন্দের সিন্ধু সুমহান,
এস—এস বক্ষে এস ! স্নিগ্ধ কর এ তাপিত হিয়া !
ডুবাও—ডুবাও দেব, তোমা' মাঝে মোরে আবরিয়া !
নিবাও—এ দাহ মম ! ক্ষম—ক্ষম যত অপরাধ
করিয়াছি ও চরণে নাথ। মিটাইয়া সর্ব্ব সাধ
এস—এস হে মধুর, সার্থক করিয়া আজি মোরে ;
ক্ষণতরে দেহ মোরে শান্ত, পূর্ণ, সঞ্জীবিত করে' !
এসো নাথ, প্রভু মোর, এসো ওগো, এস প্রাণেশ্বর,
সহিতে পারিনা আর এ বিরহ !– দহিছে অন্তর !

মাধুরী

গান গাহি। কেন গাহি? —কহিবার কিছু নাহি!
আজি বিশ্বে শুধু হেরি –
মাধুরী অপার!
তবে, বৃথা হাহাকার কেন আর—কেন আর?
ডুবে' যা' রে এ অমৃতে
পরাণ আমার!

বিজ্ঞাপন।

"যিনি বাল্যে অথবা শৈশবে এই প্রকার বীণাঝঙ্কার করিতে শিখিয়াছেন, পরিণত বয়সে তাঁহার বংশীধ্বনিতে যে সমগ্র বঙ্গভূমি উন্মাদিনী হইবে, তাহা নিশ্চিত। * * *"——বিকাশ।

"* * * কবি 'অরুণে' যে কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন তাহাতে আশা করা যায়, একদিন তিনি কাব্যসংসারে শ্রেষ্ঠ আসন গ্রহণ করিবেন।"

——বাঁকুড়াদর্পণ।

"পাঠ করিয়া দেখা গেল, কবিতায় লালিত্যের পারিপাট্য আছে, * * রচনা ভাব-রসযুক্ত। পাঠ করিয়া আমরা প্রীতিলাভ করিয়াছি। * * *"

——জন্মভূমি।

"নবীন কবি দেবকুমারের মৌলিকত্বের অভাব নাই; সেই মৌলিকতা সরস, সুন্দর ও হৃদয়গ্রাহী। * * *"——নবযুগ।

"* * বড় মধুর লাগিল।" ——বরিশাল-হিতৈষী।

"* * * The volume before us is rich in the promises of a distinguished poetical career; for, the author of which, we trust, will be dedicated to the services of his country. To no higher mission can a poet address himself than to be the guide and instructor of his people and to lead them upwards and onwards to a higher and nobler life. Dante was the creator of modern Italy. Who is to be the poet of the regenerated India? To the young poet, whose verses we are reviewing, we can offer no nobler career or one more worthy of the gifts, of which there is so much evidence in the book before us. The style of the author is

simple and sonorous, his thoughts pure and elevating. We commend the poem to the favourable notice of the public. * * *"

—**The Bengalee**.

" * * অরুণের কবি চিন্তাশীল ও ভাবুক। * * * কবির প্রাণের ভিতর প্রবেশ করিতে আয়াস পাইতে হয় না।"—উৎসাহ।

" * * * কবিতাগুলি সরল ও সুন্দর। পাঠ করিলেই নবোদ্গত কবিত্বশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। * * *"——বঙ্গভাষা।

" * * * দেবকুমার দেবশিশু, কাব্য-রাজ্যের অনিন্দিত স্ফুট কুসুম। দেবকুমারের ভাষা ভাল, রুচি ভাল, শিল্প-নৈপুণ্য ভাল। * * * গ্রন্থকারের ভবিষ্যৎ বড় উজ্জ্বল! * * *'——

নব্যভারত।

" * * * অরুণের লেখা যেমন প্রাঞ্জল তেমনি মধুরতাপূর্ণ। * * *"

——কাশীপুর নিবাসী।

"* * * The young author, in his first attempt at authorship has, however, not only shown that he has in him those tendencies of life which can stimulate and inspire the higher instincts of men, and contribute towards their steady growth and developement, but also that he has in him the instinctive genius of a poet—that nature had sown in him with all the care of a kind mother, the seeds of a life, which is pre-eminently fit for metrical composition. His sweet and simple style, his chaste and elegant thoughts and sentiments are the unmistakable index of the poetic talents which he possesses. "Arun" is

verily the dawn of that glorious day. * * * And it will live, for it is verily "A thing of beauty."—The Indian Mirror.

"* * * 'অরুণ' তরুণ কবির প্রতিভারুণের অরুণালোক। ইহার ভাষাটি সহজ ও সুখবোধ্য,—কবিতাগুলিতে সরস্বতীর ক্রীড়াশীল পদের মঞ্জীরধ্বনি শুনা যায় না—কিন্তু শান্ত, সৌম্য, ধীর গমনে তিনি যেন তরুণ কবির কুঞ্জে আসিয়া তাঁহার ললাটে ভাবী সুযশের স্বপ্ন আঁকিয়া দিতেছেন। * * *"—ভারতী।

উক্ত গ্রন্থকার-প্রণীত

গীতি-কাব্য

প্রভাতী

এণ্টিক কাগজে চেরি-প্রেসের ছাপা, সিল্কে বাঁধানো।

মূল্য—৸৹ বারো আনা।

অসংখ্য সমালোচনার দুই একটি মাত্র

এ স্থলে উদ্ধৃত হইল।—

"* আমরা এমন সরল, সুন্দর, পবিত্র, উচ্চভাবপূর্ণ কবিতা অতি কমই পড়িতে পাই। * কোনটি ছাড়িয়া কোন্‌টি উদ্ধৃত করিব?—আগাগোড়াই উদ্ধৃত করিতে ইচ্ছা করে। *"

——বসুমতী।

"* প্রভাত-শিশির-শিক্ত পুষ্পপুঞ্জসম মনোমদ। *"

——বঙ্গবাসী।

"* এই কাব্য-নদী সরল, স্বাভাবিক ভাবে বহিয়া গিয়াছে। বিলাস-লালসার গন্ধমাত্র না থাকিলেও, রসগ্রাহী পাঠক-পাঠিকা ইহাতে অবগাহিত হইয়া পরম তৃপ্তিলাভ করিবেন। *"

——সময়।

সার শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়—"* * অতি সুন্দর। ভাষা যেমন সরল, সুন্দর, অর্থপূর্ণ; ভাবও তেমনি পবিত্র, প্রাঞ্জল ও হৃদয়গ্রাহী।"

কবিবর শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রলাল রায়—"* মোটের উপর খুবই ভালো লাগিয়াছে। *"

কবিবর শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র সেন—"* প্রভাতী পড়িয়াছি; ততোধিক সৌভাগ্যের কথা, বুঝিয়াছি। এখনকার বাঙ্গালা কবিতা প্রায়ই বুঝিতে পারিনা। এ কবিতাগুলি সম্বন্ধে আমিও বলিতে পারি—

"ষাটি বর্ষ মম, পড়িলে তথাপি
শিরায় শিরায় শোণিত নাচে!"

কি তাহা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এরূপ পুস্তক বঙ্গভাষায় অদ্যাপি প্রকাশিত হয় নাই। স্বদেশী তুলট্ কাগজে, সম্পূর্ণ স্বদেশীভাবে মুদ্রিত। মূল্য—৷৹ আট আনা মাত্র।

বঙ্গদেশের যাবতীয় সংবাদ ও মাসিকপত্র এবং মনস্বী সমালোচক-বর্গ এই গ্রন্থের একবাক্যে সুখ্যাতি করিয়াছেন। এস্থলে মাত্র কয়েকটি অভিমত উল্লিখিত হইল।——

কবিবর ৺ নবীনচন্দ্র সেন।—

"ব্যাধি ও প্রতিকার' পাঠ করিয়া স্তম্ভিত হইয়াছি। * * আমি সমালোচক নহি, সমালোচনা জানি না। তবে এই মাত্র বলিতে পারি যে, আপনি কাছে থাকিলে আপনাকে বুকে লইয়া এ জীবনে একটি অভূতপূর্ব্ব পরিতৃপ্তি লাভ করিতাম। আপনি প্রকৃতই দেবকুমার। এমন দেব-পুত্র বঙ্গদেশে তো আর নাই; অন্য দেশে আছে কিনা, জানি না। * ইহার পর আপনার ও আমার যে এক মত তাহা বোধ হয় আর বলিতে হইবে না।"

বঙ্গের অদ্বিতীয় কবি-দার্শনিক শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রলাল রায়।—

"ব্যাধি ও প্রতিকার সম্বন্ধে যাহা বক্তব্য তাহা অবক্তব্য। কারণ, সেটা একটা স্তবের মত শোনাবে। এর ভাষা অতুল। * এই ভাষাই গদ্যের ভাষা হওয়া উচিত। অনর্থক আড়ম্বর-শূন্য, অনাবশ্যক বিশেষণ-হীন,—সুবোধ্য, অথচ সতেজ এবং সরল। উপমার প্রাচুর্য্যে ভারাবনত নয়, অথচ সঙ্গীতময়! * * ভাব সম্বন্ধে—আমার সঙ্গে সবই মেলে। মাঝে মাঝে বোধহয় আমার হৃদয়ের প্রতিধ্বনি। পরবর্ত্তী

যুগের তুমিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি ও লেখক, আমি অকুতোভয়ে এই ভবিষ্যৎ-বাণী কর্‌লাম।"

প্রসিদ্ধ কবি ও সমালোচক শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার।—

"দেশে নবশক্তি জাগিয়াছে। যোদ্ধার ঘোড়ার মত কর্ম্মক্ষেত্রে ছুটিয়া যাইবার জন্য সকলেই যেন উৎসুক এবং চঞ্চল। যতক্ষণ চীৎকার করিয়া নিদ্রিত জাতিকে জাগাইবার প্রয়োজন ছিল ততক্ষণ পর্য্যন্ত, কি কাজ করিতে হইবে, কেমন করিয়া কাজকর্ম্ম চালাইতে হইবে, এ সকল কথা ভাল করিয়া ভাবিবার আবশ্যক হয় নাই। এখন এই কর্ম্ম-দীক্ষিত জাতিকে উপযুক্ত পথে চালাইয়া কার্য্য সাধনের সময় উপস্থিত। প্রথম উৎসাহটুকু যদি অবিবেচিত কার্য্যে কিম্বা অকার্য্যে ব্যয়িত হয় তবে সকল উদ্যোগ, সকল উৎসাহ এক নিমিষের মধ্যে ফুরাইয়া যাইবে। এই সময়ে বিশেষ করিয়া বুঝিয়া লইবার প্রয়োজন, যে আমাদের যথার্থ অভাব কি, এবং সেই অভাব দূর করিবার উপায় কি। ঠিক সেই কথা বুঝাইবার জন্যই আপনি এই গ্রন্থখানি রচনা করিয়াছেন।* * * অতি আবশ্যকীয় কথাগুলি যে প্রকার সরল ভাষায় ও সংক্ষেপে ব্যক্ত হইয়াছে, বিশেষ বিচার্য্য বিষয়গুলি যে প্রকার চিন্তাশীলতা এবং অপক্ষপাতিত্বের সহিত সমালোচিত হইয়াছে, এবং আমাদের সামাজিক দোষগুলি যেপ্রকার নির্ভয়ে এবং অকপটভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে তাহাতে এই গ্রন্থ পাঠে সকল শ্রেণীর লোকই উপকৃত হইতে পারিবেন।"

মনস্বী লেখক শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী।—

"* পড়িয়া দেখিলাম, অধিকাংশ স্থলেই আমার সহিত এতটা মিলিয়া গেল যে, সমালোচনার অবসর পাওয়াই দুষ্কর। যাহা হউক, কাব্য-

রসের সহিত রাজনীতিরসের একত্রাবস্থিতি সামঞ্জস্যের সহিত ঘটিতে পারে, আপনি তাহার একটি দৃষ্টান্ত দেখাইলেন। ইহা অত্যন্ত আনন্দের বিষয়।"

দেশ-পূজ্য, সার শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।—

"* ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, এই পুস্তক গ্রন্থকর্ত্তার চিন্তাশীলতার প্রচুর পরিচয় প্রদান করিতেছে। গ্রন্থের ভাষা অতি সরল, সুন্দর ও তেজস্বী; এবং ভাবগুলি অতি উন্নত ও হৃদয়গ্রাহী।*"

অকৃত্রিম স্বদেশ-হিতৈষী, মহাপ্রাণ
শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার দত্ত।—

"ব্যাধি ও প্রতিকার" পড়িলাম। পড়িয়া মনে হইল—গ্রন্থকার জাতীয় ব্যাধি-নির্ণয়ে যেরূপ, ঔষধি নির্ব্বাচনেও তদ্রূপ পারদর্শিতা দেখাইয়াছেন। * * ইনি যে অল্প দিনের মধ্যে একজন ভিষকশ্রেষ্ঠ হইয়া আমাদিগের ব্যাধি নাশ করিতে অগ্রণী হইবেন, ইহা ধ্রুব বিশ্বাস করি। পুস্তকখানির ভাব ও ভাষা দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছি।"

"প্রবাসী"তে কবিবর শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।—

"শ্রীযুক্ত দেবকুমার রায়চৌধুরী ১৩১৩ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে "ব্যাধি ও প্রতিকার" নামক একখানি পুস্তিকা রচনা করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। অদ্য তাহা পাঠ করিয়া আমি আনন্দের সহিত স্বীকার করিতেছি যে, গত শ্রাবণ মাসের "প্রবাসী" পত্রে আমার "ব্যাধি ও প্রতিকার" প্রবন্ধে আমি হিন্দু-মুসলমানের বিচ্ছেদ সম্বন্ধে যে প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়াছি শ্রীযুক্ত দেবকুমারের গ্রন্থে তাহা সুন্দররূপে আলোচিত

হইয়াছে। অথচ সে সময়ে হিন্দু-মুসলমানের সংঘর্ষ উৎকট হইয়া উঠে নাই। গ্রন্থকার এই গ্রন্থে নিপুণভাবে ও সরল ভাষায় ভারতবর্ষের বর্ত্তমান অবস্থার বিচার করিয়া যে প্রাজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে দেশের প্রধানগণের নিকট হইতে তিনি সাধুবাদ লাভ করিয়াছেন;—তাঁহার প্রতি আমার শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিয়া পাঠকগণকে এই গ্রন্থ পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

বসুমতী। ১৬ই ভাদ্র, ১৩১৩।

"কবিবর দেবকুমার বাবু আমাদের দেশে রাজ-নৈতিক চিকিৎসাক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন। তিনি যথার্থই রোগ-নির্ণয় করিয়াছেন, এবং প্রতিকারের পথ সুন্দরভাবে দেখাইয়া দিয়াছেন। আমরা গদ্য-সাহিত্য-ক্ষেত্রে এই কবি-চিকিৎসককে সাদরে অভ্যর্থনা করিতেছি। পুস্তক-খানি বড়ই আন্তরিকতাপূর্ণ।"

বঙ্গবাসী। ৩০শে ভাদ্র, ১৩১৩।

"রায়চৌধুরী মহাশয় সুকবি। তিনি সাহিত্য-সমাজে সুপরিচিত। * * আলোচ্য গ্রন্থে ভাষায় ও ভাবনায় সাহিত্যেরই মর্য্যাদা রক্ষিত হইয়াছে। লিখনভঙ্গীতে ওস্তাদির প্রমাণ পাই। * * রায়-চৌধুরী মহাশয়ের গ্রন্থে যাহা লেখা আছে, তাহা এখন ভাবিবারই কথা।"

সময়। ২৯শে ভাদ্র, ১৩১৩।

"* আমরা এতদিন মনে করিতাম, দেবকুমার বাবু কবিতা লেখাতেই সিদ্ধ-হস্ত। কিন্তু, তিনি যে প্রবীণের ন্যায় চিন্তা করিতে পারেন, এবং অতি সুন্দর ও প্রাঞ্জল গদ্য লিখিতে পারেন তাহা জানিতাম না। এই পুস্তকে প্রত্যেক প্রবন্ধ স্বদেশ-হিতৈষণায় অনুপ্রাণিত ও মুখরিত। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, পলিত-কেশ বৃদ্ধেরাও এই পুস্তক পাঠ করিয়া

উপকৃত হইবেন। * এই গ্রন্থ বঙ্গের ঘরে ঘরে বিরাজিত থাকা উচিত। পুস্তকখানি আগাগোড়া স্বদেশী কাগজে মুদ্রিত হইয়াছে। *"

নবযুগ। ৩রা কার্ত্তিক, ১৩১৩।

"গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া গ্রন্থকর্ত্তাকে সত্য সত্যই "দেবকুমার" বলিয়া পূজা করিতে বাসনা হয়। * আমাদের মতে, গদ্যের ভাষা এরূপই হওয়া উচিত। * যেখানে ভাষায় তেজস্বিতা প্রযুক্ত হইয়াছে সেখানেই যেন গ্রন্থকারের অতুল ন্যায়-নিষ্ঠা, স্পষ্ট-বাদিতা এবং বিচার-শক্তির অপূর্ব্ব বিকাশ লক্ষিত হয়। * আজ একাগ্রচিত্তে ভগবানকে সাক্ষী করিয়া বলিতেছি—"দেবকুমার, তুমি চিরজীবী হও, * তুমি অমরত্ব লাভ করিলে!"

THe BENGALEE. NOV. 9, 1906.—

" In it the author has entered upon a thoughtful inquiry into the causes of our national degradation. We have no hesitation in saying that his proposals deserve the most careful consideration. 'Self sacrifice' is a virtue which can not be too highly extolled and Babu Deva-kumar very properly gives it the most prominent place among the specifics he has prescribed for our well-being. We commend the book to the favourable acceptance of our readers and we hope it will be very widely read as it deserves to be. The style is graceful and chatty and writing, as the author does, with a feeling heart the book has a charm all its own."

বাহুল্য অনাবশ্যক।

অতি অল্প সংখ্যক মাত্র পুস্তক অবশিষ্ট রহিয়াছে। যাঁহাদের প্রয়োজন, অবিলম্বে অর্ডার পাঠাইবেন।

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়।

২০১ নং কর্ণওয়ালীস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।